সেপ্টেম্বর ২০১৩, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২০

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

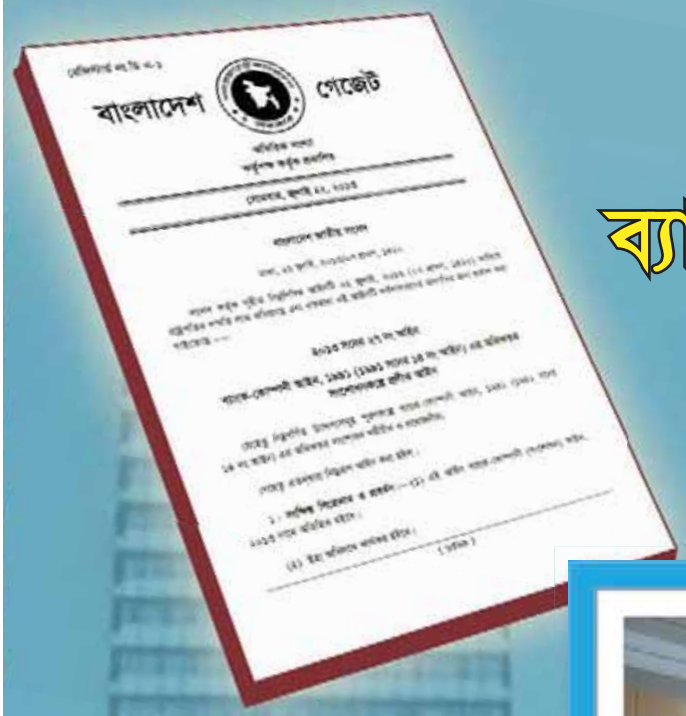

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ সংশোধিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি

বাংলাদেশ ব্যাংক চিকিৎসা কেন্দ্রে একটি প্যাথলজি বিভাগ স্থাপন করা যায় বলে আমি মনে করি

– ডাঃ সুলতানা বেগম
প্রাক্তন চীফ মেডিকেল অফিসার
বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনগুলো'র কথা পর্বের এবারের অতিথি ডাঃ সুলতানা বেগম, প্রাক্তন চীফ মেডিকেল অফিসার, বাংলাদেশ ব্যাংক। ১৯৮৫ সালের ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেছিলেন তিনি। দীর্ঘ ২২ বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে ২০০৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এবারের পর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই চিকিৎসক একান্তে তার কিছু কথা বলেছেন পরিক্রমা প্রতিবেদকের সাথে

বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন–

আজ থেকে প্রায় ২৮ বছর আগে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করি। সে সময় বাংলাদেশ ব্যাংকে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবে কর্মপরিবেশ ছিল সহায়ক। সহযোগী কর্মকর্তারা ছিলেন আন্তরিক। ফলে অল্পদিনেই কাজের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়েছিলাম। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চিকিৎসাসেবা দান করার অনুভূতি ছিল অসাধারণ। এই পেশা কেবলই একটি পেশা বা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম ছিল না। একজন রোগীকে সুস্থ করে তোলার মধ্যে দিয়ে একজন চিকিৎসক লাভ করেন মানসিক প্রশান্তি। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকে ২২ বছরের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই আনন্দের সাথে কাটিয়েছি বলা চলে।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অবসর গ্রহণের পর বর্তমানে কী করছেন ?

আমরা যারা চিকিৎসক তাদের আসলে অবসর বলতে কিছু নেই। রোগীকে সেবা দানের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলাই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য বলে আমি মনে করি। বর্তমানে আমি নিউমার্কেটে আমার নিজস্ব চেম্বারে বসি। মিরপুরেও আমার চেম্বার রয়েছে। সেখানেও আমি রোগী দেখি। এরই পাশাপাশি সাংসারিক কাজও আছে। ধর্মচর্চা করেও অনেকটা সময় কাটে। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ নিয়ে আমার সংসার। ওদের সঙ্গেও আমার চমৎকার সময় কাটে।

নারী কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন কর্মপরিবেশ কেমন ছিল?

আমাদের সময়ে স্বল্প সংখ্যক মহিলা কর্মকর্তা ছিলেন। আর আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিকেল সেন্টারে যোগদান করি তখন নারী চিকিৎসক হিসেবে শুধু আমি একাই ছিলাম। সে সময়কার সকল নারী কর্মকর্তারা চিকিৎসা সেবা নেয়ার জন্য আমার কাছে আসতেন। আবার দেখা যেত পুরুষ কর্মকর্তারাও তাদের স্ত্রীদের চিকিৎসার জন্য আমার কাছে পাঠাতেন। একা নারী চিকিৎসক হিসেবে আমার ওপর চাপ ছিল বেশি। তবে সব মিলিয়ে কাজের পরিবেশ ছিল কর্মবান্ধব। কখনো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি।

কর্মকালীন কোন বিশেষ স্মৃতি মনে পড়ে ?

দীর্ঘ ২২ বছরের কর্মজীবনে রয়েছে অসংখ্য স্মৃতি। এরই মধ্যে একটি ঘটনা আজও মনে পড়ে। তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে। আমি বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেব। এ সময় পাশের বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী থেকে একটি ছোট্ট শিশুকে নিয়ে বেশ কয়েকজন লোক মেডিকেল সেন্টারে ছুটে এলো। শিশুটি ছিল খুব অসুস্থ। আর তাকে সেই মুহূর্তে সেবা দেয়ার মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তখন মেডিকেল সেন্টারে ছিল না। আমি তখন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে মতিঝিল অফিসের তৎকালীন মহাব্যবস্থাপকের অনুমতি না নিয়েই তার গাড়িতে করে শিশুটিকে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরে ভয়ে ভয়ে গাড়ি ফেরত দিতে আসি। কিন্তু সে সময় জিএম স্যার আমার ওপর একটুও বিরক্ত হলেন না বরং আমার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলেন।

আপনার চাকরি আর বর্তমান সময়-এ দুই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমি যখন কর্মরত ছিলাম তখন বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যান্টিন বর্তমানে যে ভবনে অবস্থিত সেখানে মেডিকেল সেন্টারটি অবস্থিত ছিল। সারাক্ষণই নিচে আগুন জ্বলে আর তার ওপরেই মেডিকেল সেন্টার। এ নিয়ে অনেক লেখালেখির পর ৩০ তলা ভবনে মেডিকেল সেন্টারটি স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে বৃহৎ পরিসরে মানুষ সেবা নিতে পারছে। এছাড়া এখন রোগীদের জন্য সিলিং বহির্ভূত বিভিন্ন ওষুধ দেয়া হয়, আমাদের সময় এর সংখ্যা অনেক কম ছিল। আগের চেয়ে চিকিৎসকের সংখ্যাও এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিতে কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

আমি মনে করি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিনিয়তই চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। তবে এ মুহূর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক চিকিৎসা কেন্দ্রে একটি প্যাথলজি বিভাগ স্থাপন করা যায় বলে আমি মনে করি। এতে রোগীদের বিভিন্ন ধরনের টেস্টের জন্য বাইরে যেতে হবে না। অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যাও বাড়ানো যায়। যাতে করে কেউ হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **প্রচ্ছদ**
  মালেক টিপু
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি ঘোষণা

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পরিমিত মুদ্রা জোগানের প্রাক্কলন

মুদ্রা জোগান পরিমিত রাখার লক্ষ্য নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মাধ্যমে গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য উৎপাদনশীল খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ জোগান নিশ্চিত করতে চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) মুদ্রানীতি ঘোষণায় এ কথা বলা হয়। ২৫ জুলাই ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকে এক সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন।

গভর্নর বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে প্রধান লক্ষ্য করে এবারের মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মুদ্রানীতি বিনিয়োগ, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানবান্ধব হবে বলে তিনি জানান। তবে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সম্ভাব্য মজুরি বা ভাতা বৃদ্ধিজনিত চাহিদা চাপ, হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় সরবরাহ বিঘ্নজনিত খাদ্য মূল্যস্ফীতি এবং বিরূপ আবহ-াওয়ায় উৎপাদন বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ঝুঁকি বলে গভর্নর তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

মুদ্রানীতিতে ডিসেম্বর ২০১৩ এর মধ্যে রিজার্ভ মুদ্রা ও ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৫.৫ শতাংশ ও ১৭.২ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির সীমা ডিসেম্বর'১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ। আর আগামী জুন'১৪ পর্যন্ত এই প্রবৃদ্ধির সীমা হচ্ছে ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ। গভর্নর বলেন, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বেসরকারি খাতের ঋণ জোগান পাওয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। কারণ, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও এখন বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারি বন্ডের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি ঋণের সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম সাবলীল ও জোরদার করা হবে মুদ্রানীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

মুদ্রানীতিতে পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নতুন মুদ্রানীতিতে অর্থনীতির বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা জোরদার রেখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের প্রবৃদ্ধি গতিশীল রাখা হবে। টাকার বিনিময় হারে অস্বাভাবিক কোনো অস্থিতিশীলতা পরিহারে বাংলাদেশ ব্যাংক আগের মতোই সজাগ থেকে বিনিময় হারের বাজারভিত্তিক গতিধারা সুষ্ঠু রাখবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, চীফ ইকোনোমিস্ট ড. হাসান জামানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর ড. আতিউর রহমান জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩ এর মুদ্রানীতি ঘোষণা করছেন

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ঘোষণা

শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান

শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য নতুন কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকে ২৩ জুলাই ২০১৩ কৃষি ঋণ নীতিমালা ঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস.কে.সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা ছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ও এবিবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন কৃষিঋণ নীতিমালা অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে এ খাতে দেশের ব্যাংকগুলো ১৪ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করবে। এ লক্ষ্যমাত্রা গত অর্থবছরের চেয়ে ৩.৩ শতাংশ বেশি।

এবাবের নীতিমালায় জৈব (কেঁচো কম্পোস্ট) সার উৎপাদন ও কৃষি পণ্য সংরক্ষণসহ বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া নতুন কয়েকটি ফল ও অয়েল পাম চাষের জন্য ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন করে কৃষি ঋণ কার্যক্রমভুক্ত করা হয়েছে।

নতুন কৃষিঋণ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, কৃষিঋণের প্রধান তিনটি খাতে (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে বেশি ঋণ বিতরণ করা হবে। কৃষিঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে অনগ্রসর এলাকাকে (যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা) অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কৃষিঋণ বিতরণে আরও স্বচ্ছতা আনতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকাশ্যে কৃষিঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই নীতিমালায়। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি-ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে দেশের ব্যাংকগুলো ১৪ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করেছে, যা ঐ বছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩.৮০ শতাংশ বেশি।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষিঋণ নীতিমালা ঘোষণা অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

খেলাপি ঋণ আদায় টাস্কফোর্সের সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসে ৮ ও ৯ জুলাই, ২০১৩ খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ উক্ত দুইদিন সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় ময়মনসিংহে অবস্থিত ব্যাংকগুলোর ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ, শ্রেণিকৃত ঋণ, কৃষি ঋণ, ঋণ আদায় ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি মালিকানাধীন ও বেসরকারি ব্যাংকের শাখা প্রধানদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মহাব্যবস্থাপক তার বক্তব্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ব্যাংকারদেরকে সঠিকভাবে ঋণ মনিটরিংয়ে তৎপর হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি প্রকল্প যাচাইপূর্বক ঋণ বিতরণ বিশেষ করে কৃষি ও এসএমই ঋণ বৃদ্ধি করার জন্যও ব্যাংকারদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী ঋণের সঠিক গ্রেডিং ও যথাযথভাবে রিপোর্টিংয়ের বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।

বগুড়ায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া অফিসে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্স এর দ্বিমাসিক সভা ২২ জুলাই ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। সভায় উপ মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগীসহ বগুড়া অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন রিপোর্ট প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে বেসরকারি ব্যাংকসমূহকে পর্যায়ক্রমে ৬ মাস পর পর পরিবর্তন করার বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিরা ঐকমত্য পোষণ করেন। সভায় মানি লন্ডারিং দমন ও প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য রিপোর্টিং সংস্থাকে টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয় এবং কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃক অর্থ লেনদেন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

এসএমই ও কৃষি ঋণ বিষয়ক সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসে ১৩ মে ২০১৩ ময়মনসিংহ অফিসের আওতাধীন সরকারি মালিকানাধীন, বেসরকারি ও বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রৈমাসিকভিত্তিক এসএমই ও কৃষি ঋণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি দেশের সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষি ও এসএমই খাতের ঋণগ্রহীতাদের অর্থায়নের জন্য আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি প্রচলিত অন্যান্য খাতে ঋণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা আপামর জনসাধারণের মাঝে পৌঁছে দিতে উপস্থিত ব্যাংক প্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি দরিদ্র কৃষক, সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা ও মহিলা উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ এবং ঋণের যথাযথ মনিটরিং ও বাংলাদেশ ব্যাংকে ঋণ বিষয়ক সঠিক বিবরণী দাখিলের জন্য ব্যাংক প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় ব্যাংকভিত্তিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা, বিতরণের হার ও আদায়ের হার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বরিশালে আধুনিক কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপন

বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল অফিসের সভাকক্ষে ৩০ জুলাই ২০১৩ অত্যাধুনিক করফারেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ৩১ জুলাই অফিসের ৮১তম মাসিক সমন্বয় সভায় এর প্রথম ব্যবহার হয়। প্রায় বার লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিস্টেমটি স্থাপিত হয়েছে। এটি স্থাপিত হওয়ায় সভাকক্ষের সৌন্দর্য ও উপযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি সভাকক্ষে ৪টি স্প্লীট টাইপ এ/সি স্থাপন করা হয়।

আধুনিক কনফারেন্স সিস্টেমে মহাব্যবস্থাপক সভা পরিচালনা করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস বিষয়ক তথ্য আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস গবেষণা টীম নিম্নে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান/প্রাক্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট তথ্য সরবরাহ/অবহিতকরণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে ঃ

(১) তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ও স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এ যোগদানকৃত ও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ ঢাকাস্থ মতিঝিল ও সদরঘাট অফিস, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী ও সিলেট অফিসে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন অ-মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ও কর্মচারী/মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর (শহীদ/মৃত/জীবিত) নাম, পরিচয়, উল্লেখযোগ্য অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে;

(২) স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন 'বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সম্পৃক্ততা' প্রসঙ্গে এবং

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪২ বছরের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন যে কোনো বিষয়।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ভাস্কর পোদ্দার, উপ পরিচালক
ফোন: ৩৭৯৩; ই-মেইল: bhaskar.podder@bb.org.bd
জোবায়দা আফরোজ, উপ পরিচালক
ফোন: ৩৮৪১; ই-মেইল: zobaida.afroze@bb.org.bd
বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস গবেষণা টীম (অষ্টম তলা, ১ম সংলগ্নী ভবন)
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়।

গৃহায়ন তহবিল ও পার্টনার এনজিওর মতবিনিময় সভা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন তহবিলের উদ্যোগে তহবিলের খুলনা বিভাগের আওতাভুক্ত খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা জেলার

গৃহায়ন তহবিলের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ

কার্যরত পার্টনার এনজিওগুলোর সাথে এক মতবিনিময় সভা ১৮ জুলাই, ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। পার্টনার এনজিওগুলোর সামগ্রিক কার্যক্রম অবগত হওয়া এবং সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়। এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে সভায় মতবিনিময় করেন সভার প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও তহবিলের উপদেষ্টা ম. মাহফুজুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন তহবিলের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। গৃহায়ন তহবিলের যুগ্ম পরিচালক মোঃ জাফরুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভাটি পরিচালিত হয়।

অগ্নি নির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, খুলনা ও বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের যৌথ উদ্যোগে ৮ জুলাই ২০১৩ অফিস প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় অগ্নি নির্বাপণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও মহড়া কর্মসূচি। মহড়ায় অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক করণীয়, হতাহত মানুষকে উদ্ধার, অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রের ব্যবহার এবং রিজার্ভ ট্যাংকের ব্যবহার কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফায়ার ব্রিগেডের ৩৫ জন এবং খুলনা অফিসের ফায়ার ফাইটিং টীমের ৭৫ জন সদস্য এ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন।

খুলনা অফিসে অগ্নি নির্বাপণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও মহড়া কর্মসূচি

অফিস অটোমেশনে আরেক ধাপ এগোলো খুলনা অফিস

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসে ১ জুলাই ২০১৩ থেকে চালু হয়েছে অনলাইন ইনওয়ার্ড-আউটওয়ার্ড পদ্ধতি, অনলাইনে নৈমিত্তিক ছুটি আবেদন ও মঞ্জুর কার্যক্রম এবং দর্শনার্থীদের জন্য অনলাইন গেট পাশ ইস্যু কার্যক্রম।

এর আগে ২৭ ও ৩০ জুন অফিসের কনফারেন্স রুমে বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের ৪০ জন কর্মকর্তাকে Leave Management এবং Document Management System বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিবিটিএ এবং খুলনা অফিসের ICT Security Commiittee এর কর্মকর্তারা এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা পরবর্তীতে স্ব স্ব শাখা ও বিভাগে সহকর্মীদের একই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

Leave Management এবং Document Management System বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ব্যাংকার্স ক্লাবের পুরস্কার বিতরণ

ব্যাংকার্স ক্লাব খুলনার ২০১১-২০১২ এর আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৮ জুলাই ২০১৩ খুলনা ব্যাংকার্স ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সভাপতি এবং

মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ব্যাংকার্স ক্লাবের কর্মকর্তারা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রধানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় জাদুঘরের শততম বার্ষিকীতে স্মারক মুদ্রা ও নোট ইস্যু

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (১৯১৩-২০১৩) উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক রৌপ্যনির্মিত একটি স্মারক মুদ্রা ও একটি স্মারক নোট ইস্যু করে। ৮ জুলাই ২০১৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় জাদুঘরে এই স্মারক নোট ও মুদ্রা উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, নির্বাহী পরিচালক দাশগুপ্ত অসীম কুমারসহ অন্যান্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন। জাপান থেকে মুদ্রিত স্মারক মুদ্রার বাক্সসহ প্রতিটির বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তিন হাজার টাকা। দৃষ্টিনন্দন ফোল্ডারসহ স্মারক নোটটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০ টাকা। ফোল্ডার ছাড়া শুধু নোটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা। ৯ জুলাই ২০১৩ হতে এ স্মারক মুদ্রা নির্ধারিত মূল্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস এবং অন্যান্য শাখা অফিসে পাওয়া যাচ্ছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ স্মারক নোট ও মুদ্রা উদ্বোধন করছেন। পাশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, এমপি

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব এর সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব (ELC) এর সাধারণ সভা ৯ জুলাই, ২০১৩ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান (রাজীব) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস.কে. সুর চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সেক্রেটারী মজিদ চৌধুরী।

প্রধান অতিথি বলেন, পেশাগত প্রয়োজনে যারা বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য যান, অন্যান্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করেন তাদের অবশ্যই ভালভাবে ইংরেজি জানতে হবে।

নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল তার বক্তব্যে পেশাগত উন্নয়নে ইংরেজি চর্চার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ক্লাবের এডভাইজরি কমিটির সদস্য মহাব্যবস্থাপক কে. এম. আব্দুল ওয়াদুদ ও উপ মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায়। ইংলিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের অনেক সদস্য এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটি গভর্নর এস.কে.সুর চৌধুরী ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সভায় বক্তব্য রাখছেন

সিলেটে স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ক মত বিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসে সিলেট অঞ্চলের ব্যাংক কর্মকর্তা ও স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে ২৭ জুলাই ২০১৩ 'স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স প্রস্তুতিমূলক মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়।

গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের গ্রীন ব্যাংকিং ও সিএসআর বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশিদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ হেলাল আহমদ চৌধুরী ও বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেটের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ব্যাংকার ও শিক্ষকবৃন্দকে যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল শিক্ষার্থীদেরকেও স্কুল ব্যাংকিং কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান।

সিলেটে
ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর উদ্যোগে সিলেটের স্থানীয় একটি হোটেলে ২৮ জুলাই ২০১৩ সিলেট ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, দেশের ব্যাংকিং খাত সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হলেও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো একই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। সাম্প্রতিককালে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঋণ প্রদানের সুযোগ ও চাহিদা উভয়ই রয়েছে। গভর্নর তার বক্তব্যে এ অঞ্চলে কার্যরত ব্যাংকগুলোকে সমাজের পশ্চাৎপদ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর

ড. আতিউর রহমান ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন

কল্যাণে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করার আহবান জানান। এতে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যও অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এমআরএ'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার মাজহারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল ইসলাম ও বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ।

মতবিনিময় সভায় পিকেএসএফ, ডিএফআইডি, নেটওয়ার্কিং এজেন্সি, বিভিন্ন ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। সভা শেষে এমআরএ'র কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক
কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৩। ***শেয়ার*** ঃ সমিতির সদস্যগণ সর্বোচ্চ ৮৪০,০০০/– পর্যন্ত শেয়ার ক্রয় করতে পারেন এবং শেয়ারের বিপরীতে গড়ে প্রতিবছর ৪০% হতে ৫০% পর্যন্ত ক্যাশ ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়।

৪। ***ঋণ কার্যক্রম*** ঃ সমিতির সদস্যদের জরুরি প্রয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য ৩ ধরনের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। যথা ঃ ক) ২০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ; সর্বোচ্চ সীমা এককালীন ১০ হাজার টাকা খ) ৩৬ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য দীর্ঘ মেয়াদি ও গৃহসামগ্রী ঋণ ; উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ১ লক্ষ টাকা।

৫। **সিএসআর কার্যক্রম** ঃ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় সমিতি বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে -

ক) সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের জন্য আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি; ২০০৮ সাল হতে চালু করা এ স্কীমটির বিপরীতে এ যাবৎ ১১৮৬ জন ছাত্রছাত্রীকে ৪২,৪১,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

খ) গুরুতর অসুস্থ সদস্যদের জন্য চিকিৎসা অনুদান তহবিল; ২০১৩ সালে চালু করা এ স্কীমটির বিপরীতে এ যাবৎ ৬ জন গুরুতর অসুস্থ সদস্যকে ১,৩৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

গ) প্রতিবন্ধী অসুস্থ সন্তানদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়তা স্কীম; এই স্কীমটিও ২০১৩ সালে চালু করা হয়েছে এবং অনুদান প্রদানের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) ২০০৮ সাল হতে সকল হিসাবধারীর জন্য বিনামূল্যে ডিবিবিএল এটিএম কার্ড সার্ভিস এবং

ঙ) ২০০৮ সাল হতে সকল হিসাবধারীদের জন্য পয়েন্ট অব সেল সার্ভিস।

৬। **বিবিকেএসআরএল রিয়েল এস্টেট** ঃ

ক) সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে হাটখোলা রোডে ১০ কাঠা জমির উপর একটি ৬ তলা বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে। বর্তমানে এটি সমিতির স্থায়ী আয়ের একটি উৎস।

খ) গৃহায়ন প্রকল্পের আওতায় শান্তিবাগে ৫৬ কাঠা জমির ওপর ১০তলা বিশিষ্ট ৪টি ভবনে ১৪০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ ও বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

গ) ভূমি প্রকল্পের আওতায় টঙ্গীর গাছায় ৩০০ কাঠা জমি ক্রয়ের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সমিতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতার এক ঐতিহাসিক যুগলবন্দী। সমিতি কোনো প্রকার ফি বা সার্ভিস চার্জ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রায় সাড়ে নয় হাজার হিসাব পরিচালনা করে। দৈনন্দিন লেনদেন ছাড়াও ব্যাংকের পক্ষ হতে সকলের বেতন, বোনাস, ওভারটাইম, চিকিৎসা বিল, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি পরিশোধ করে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষও সমিতিকে অবকাঠামো ও লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে সহায়তা করে থাকেন। সকল গভর্নর ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমিতিকে সহযোগিতা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমানের অবদান এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। বিশেষ করে সমিতির ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং শান্তিবাগ গৃহায়ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, নকশা অনুমোদন এবং ইউটিলিটি সার্ভিস সংযোজনের সকল পর্যায়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। সমিতির সকল কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আর্থিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি আগামী দিনগুলোতে সমিতি এর মানবিক আবেদন ও সেবাধর্মী বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রাখবে। সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে আধুনিক কিউবিক্যাল স্থাপন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন, সদস্যদের জন্য শরীয়াহ ভিত্তিক বিনিয়োগ স্কীম চালু এবং আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে বৃহদায়তন ভূমি ও ফ্ল্যাট প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। আর্থিক বুনিয়াদ আরো মজবুত হলে ৫০–১০০ শয্যার একটি হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে সদস্যদের চিকিৎসা সেবা দেয়ারও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর সংশোধন

ব্যাংকে সুশাসন ও ঋণ শৃংখলা প্রতিষ্ঠা

জাতীয় সংসদে সম্প্রতি পাস হয়েছে ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০১৩। ২০০৩ সালে আইনটির সর্বশেষ সংশোধনের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বদলে যাওয়া এ প্রেক্ষাপটে ব্যাংকিং খাতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অর্জনের লক্ষ্যে দীর্ঘ এক দশক পর আইনটির বড় রকমের সংশোধন হলো। ব্যাংক কোম্পানী আইনের বর্তমান সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা বাড়বে, ব্যাংকের পুঁজিবাজার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে, পুঁজিবাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষিত হবে, ব্যাংকের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হবে, ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে দক্ষতা বাড়বে এবং ব্যাংকের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও শৃংখলা নিশ্চিত হবে।

দীর্ঘ এক দশক পর ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর বড় রকমের সংশোধন হয়েছে। বর্তমান সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা বাড়বে, ব্যাংকের পুঁজিবাজার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষিত হবে, ব্যাংকের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হবে, ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে দক্ষতা বাড়বে এবং ব্যাংকের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও শৃংখলা নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা বৃদ্ধি

ব্যাংকিং খাতে শৃংখলা বজায় রাখতে হলে দেশের সব ব্যাংকের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের সমানভাবে আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকা উচিত। অথচ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ছিল সীমিত। এ আইনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা অন্যান্য ব্যাংকের পাশাপাশি সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়েছে। বর্তমান আইন অনুসারে বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর ন্যায় সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীকেও বাংলাদেশ ব্যাংক অপসারণ করতে পারবে। বর্তমান আইন অনুসারে কোন ব্যাংক-কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই আইনের কোনো বিধান স্থগিত করার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অর্পিত হয়েছে, যে ক্ষমতাটি আগে ছিল সরকারের হাতে। এতে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। আগে ব্যাংক-কোম্পানী আইনের বিধান লংঘনের দায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ব্যাংককে অর্থদণ্ড দিতে পারত না। সংশোধিত আইনে ব্যাংক-কোম্পানী আইনের বিধান লংঘনের দায়ে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রেখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান ও জরিমানা আদায়ের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

ব্যাংকের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সীমিতকরণ

আমানতকারীদের অর্থে ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয়। দেশের শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায় খাতকে অগ্রাধিকার না দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পুঁজিবাজারে ব্যাংকের মাত্রাতিরিক্ত সংশ্লেষ কেউ সমর্থন করে না। ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি হ্রাসের পাশাপাশি পুঁজিবাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সংশোধিত আইনে বিধান করা হয়েছে যে, কোন ব্যাংক-কোম্পানী অন্য কোন কোম্পানীর শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে নিজের মূলধন ও রিজার্ভের পাঁচ শতাংশের বেশি কিংবা ঐ কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধনের দশ শতাংশের বেশি শেয়ার ধারণ করতে পারবে না। তাছাড়া, কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পুঁজিবাজার এক্সপোজারের পরিমাণ মূলধন ও রিজার্ভের পঁচিশ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে।

ব্যাংকের পুঁজিবাজার কার্যক্রমে জবাবদিহিতা

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোপূর্বে ব্যাংকগুলোকে তাদের পুঁজিবাজার কার্যক্রমকে পৃথক সাবসিডিয়ারীর মাধ্যমে পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে। সে অনুযায়ী বিগত কয়েক বছর যাবৎ ব্যাংকগুলো পৃথক সাবসিডিয়ারী গঠনের মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং ও ব্রোকারেজ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যাংক সরাসরি স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, ইত্যাদি হতে পারবে না। ব্যাংক-কোম্পানীর সাবসিডিয়ারী হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এক্সচেঞ্জ হাউজ, মার্চেন্ট ব্যাংকিং, ব্রোকারেজ হাউজ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে এ সাবসিডিয়ারী কোম্পানীগুলো নিরীক্ষিত হয়েছে কি-না ও সঠিকভাবে একীভূত আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে বর্তমান আইনে নিরীক্ষকের মতামত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ঋণ শৃংখলা প্রতিষ্ঠা

ঋণ কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ব্যাংকের বিস্তৃত কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়। ঋণ শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ব্যাংকিং খাতে আর্থিক অনিয়ম প্রতিরোধের পূর্বশর্ত। ঋণ নীতিমালার লংঘন ছাড়াও আইনের অস্পষ্টতার সুযোগেও ঋণ খাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমান আইনে খেলাপি ঋণগ্রহীতার সংজ্ঞা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা আরও সহজতর ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। ফলে খেলাপি ঋণগ্রহীতা সনাক্ত করার ক্ষেত্রে ও কারো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাংকের জন্য সহজ হবে। সংশোধিত আইনে ঋণের জামিনদারকেও ঋণগ্রহীতা বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে ঋণের জামিনদার ঋণ পরিশোধে সক্ষম প্রকৃত গ্রাহককেই ঋণের গ্যারান্টি দেবেন, এটাই সবার প্রত্যাশা।

ঋণ সীমা নির্ধারণ

বর্তমান আইন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ব্যাংকের আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের যে হার নির্ধারণ করবে তার চাইতে বেশি ঋণ ব্যাংকটি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপকে দেবে না। আইনের এরূপ সংশোধনীর ফলে ব্যাংকের ঋণ কোন একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে পুঞ্জীভূত হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে। আবার বর্তমান আইন অনুসারে কোনো ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার স্বার্থের অনুকূলে ঐ ব্যাংকের টিয়ার-১ মূলধনের ১০% এর বেশি ঋণ দেয়া যাবে না। সংশোধিত আইন অনুসারে ঋণ প্রদান করলে ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকির মাত্রা বহুলাংশে কমে যাবে।

ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা

ব্যাংক কোম্পানী আইনের বর্তমান সংশোধনে ব্যাংকের পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় যাতে যোগ্যতার মূল্যায়ন হয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়, সে চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমান আইনে ব্যাংকে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, পরিচালকের সংখ্যা, পরিচালকের নিয়োগ ও তার মেয়াদ, একাধিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নতুন নতুন বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

(ক) পরিচালকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা ঃ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে যাতে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত হন সে লক্ষ্যে পরিচালকের যোগ্যতা ও ব্যবস্থাপনা বা পেশাগত ১০ বছরের অভিজ্ঞতার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(খ) পরিচালক সংখ্যা নির্ধারণ ঃ দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত সীমিত পরিসরের পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিকতর সক্ষম। আগের আইনে ব্যাংকের পরিচালক সংখ্যা নির্ধারিত না থাকায় কিছু ব্যাংকের বড় আকারের পর্ষদ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় ছিল। সংশোধিত আইন অনুসারে কোন ব্যাংক-কোম্পানীতে পরিচালক থাকবেন অনধিক ২০ জন, যার মধ্যে স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন ০৩ জন। পরিচালক ২০ জনের কম হলে স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন ০২ জন।

(গ) পরিচালক পদের মেয়াদ ঃ পরিচালক পদের মেয়াদের সময়কাল ও মধ্যবর্তী বিরতি আগের আইনে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত ছিল না। সংশোধিত আইন অনুসারে ব্যাংকের পরিচালক পদের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ০৩ বছর। কোন পরিচালক একাদিক্রমে ০২ মেয়াদের বেশি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না। দুই মেয়াদ শেষে তিন বছর বিরতির পর তিনি পুনরায় পরিচালক হওয়ার যোগ্য হবেন।

(ঘ) একই পরিবারের পরিচালক সংখ্যা নির্ধারণ ঃ ব্যাংকের মতো স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কোন একটি পরিবারের নিয়ন্ত্রণে থাকা সমীচীন নয়। কিন্তু কিছু ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে একই পরিবারের দুইয়ের অধিক সদস্য পরিচালক নিয়োজিত হওয়ার ঘটনা লক্ষণীয়। সংশোধিত আইনে এই সংখ্যা দুইজনে সীমিত রাখা হয়েছে।

(ঙ) পর্ষদের ভূমিকা ঃ সংশোধিত আইন অনুসারে ব্যাংকের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং এর পরিপালনের জন্য পরিচালনা পর্ষদ দায়বদ্ধ থাকবে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য নয় এরূপ সদস্যের সমন্বয়ে ব্যাংক অডিট কমিটি গঠন করবে এবং পর্ষদ সদস্যদের নিয়ে ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে।

(চ) একাধিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ঃ আগের আইনে কোন ব্যক্তির একই সাথে একটি ব্যাংক, একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও একটি বীমা কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনে কোনো বাধা ছিল না। সংশোধিত আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক হলে একই সময়ে তিনি অন্য কোন ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক থাকবেন না। তাছাড়া আইনটি কার্যকর হওয়ার ০২ বছর পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন বীমা কোম্পানীরও পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত থাকতে পারবেন না।

ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক

বর্তমান আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন ব্যাংক-কোম্পানীর ৫% বা তার বেশি শেয়ার ধারণ করতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। ফলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারক হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারিতে আসবেন।

ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা

সংশোধিত আইনে ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী ও তার নিম্নতর দুইস্তর পর্যন্ত কোন কর্মকর্তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায় সম্পর্কে পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করার বিধান করা হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চালু হবে। একইভাবে সংশোধিত আইনে ব্যাংক বা কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর কোনো জালিয়াতি, অনিয়ম বা প্রশাসনিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সে সম্পর্কে নিরীক্ষকের মতামত প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ব্যাংক শব্দের অপব্যবহার রোধ

সমবায় সমিতি আইন এর অপব্যবহার রোধসহ প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংক শব্দ ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আইনে ব্যাংক কোন সমবায় সমিতি অসদস্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে অবৈধভাবে আমানত নিলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি পরিদর্শন করতে পারবে।

উপসংহার

ব্যাংক কোম্পানী আইন প্রণীত হয় ১৯৯১ সালে। আর্থিক খাতে নতুন নতুন সংকট মোকাবেলা করতে গিয়ে ও ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনে এই আইন আগেও একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে। ব্যাংকগুলো নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এই আইনের বিধান পরিপালনে যথেষ্ট আন্তরিক হলে, নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আইনটির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে এদেশে ব্যাংকিং খাতের বুনিয়াদ নিঃসন্দেহে শক্তিশালী হবে।

■ *লেখক: মোঃ জবদুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক*
মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, উপ পরিচালক
বিআরপিডি, প্রধান কার্যালয়

দেশের সর্ব-উত্তরের জনপদে ব্যাংকিং খাত এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহযোগী

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর

আটটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত রংপুর বাংলাদেশের সর্বশেষে গঠিত বিভাগ। তিস্তা নদী বিধৌত রংপুর প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত কৃষিকাজের কেন্দ্রভূমি হিসেবে। ধান, পাট, গম, আলু আর তামাক চাষের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে রংপুর রেখে চলেছে অনন্য অবদান। রংপুরেই রয়েছে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার নিবাস।

শুরুর কথা

সর্ব-উত্তরের বিভাগ রংপুরের কৃষিপ্রধান অর্থনীতির উন্নয়ন এবং কৃষিজাত ও অন্যান্য শিল্প বিকাশের স্বার্থে এ অঞ্চলে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। আশির দশকে এ অঞ্চলে অবকাঠামোগত বেশ কিছু উন্নয়ন সাধিত হয় এবং সে সুবাদে ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের কৃষিজীবী এবং শিল্প উদ্যোগী মানুষের মধ্যে ব্যাংকিং সেবার উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান ব্যাংকিং খাতের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতার জন্য এ অঞ্চলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ বাস্তবতার নিরিখে ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুরের আংশিক কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালের ১০ নভেম্বর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুরের ট্রেজারি ও ব্যাংকিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। রংপুর অফিসের প্রথম অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন উপ মহাব্যবস্থাপক এ. এ. এম. ফরহাদ।

অফিস ভবন

রংপুর শহরের ধাপ, জেল রোডে ক্রয়কৃত একটি ৩০০০ বর্গফুট পরিসরের একতলা ভবন বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুরের প্রথম অফিস ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে একই জায়গায় ৩.৯১ একর জমির ওপর বর্তমান অফিস ভবনটি নির্মাণ করা হয়। ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে শুরু হয়ে ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারি এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রথমতলার ৫০,২০৬ বর্গফুট সুপরিসর জায়গার ওপর দৃষ্টিনন্দন পাঁচতলা মূল ভবনটি অবস্থিত। উত্তরদিক অভিমুখী ভবনটির সামনে এবং পেছনের খোলা অংশে রয়েছে একটি সুপরিকল্পিত বাগান। সারা বছর নানা রঙ, গন্ধ আর আকৃতির ফুল এবং গাছের সমারোহ ভবনটির সৌন্দর্যে দিয়েছে নতুন মাত্রা। মূল ভবনের প্রবেশপথের নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে প্রথমতলার ব্যাংকিং হলে আসতেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এদেশের প্রখ্যাত তিনজন শিল্পীর তৈরি মনোমুগ্ধকর তিনটি ম্যুরাল। কৃষিপ্রধান বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের দর্শনীয় স্থানসমূহ এবং এ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার শৈল্পিক রূপায়ন করা হয়েছে এতে।

শিল্পী রফিকুন নবী'র 'নন্দিত উত্তর জনপদ'; সমরজিৎ রায় চৌধুরীর 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' এবং গৌতম চক্রবর্তীর 'উন্নয়নের তরঙ্গমালা' শীর্ষক এই শিল্পকর্মগুলো এ অফিসের এক অনন্য সংযোজন। যে কোনো শিল্পবোধ সম্পন্ন মানুষের মনেই আলোড়ন তুলবে এ শিল্পকর্মগুলো।

মূল ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে অফিসের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অবস্থানের জন্য একটি তিনতলা ভবন এবং একটি একতলা পুরাতন ভবন যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, রংপুরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অফিসের নামাজঘরটি রয়েছে মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায়, লাইব্রেরী তৃতীয় তলায়, আর চিকিৎসাকেন্দ্র চতুর্থ তলায়।

মহাব্যবস্থাপক মোঃ বজলার রহমান মোল্যা

রংপুর অফিসের কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালার আলোকে এ অঞ্চলের ব্যাংকগুলোকে পরিদর্শনপূর্বক কার্যকর ও যুগোপযোগী দিকনির্দেশনা প্রদান করা তথা এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাই বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে অফিস প্রধান হলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ বজলার রহমান মোল্যা। ২২ অক্টোবর ২০১২ হতে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে এবং ৪ এপ্রিল, ২০১৩ হতে পূর্ণরূপে তিনি মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। এই অফিসের মোট অনুমোদিত লোকবল ২৩৮ জন, ৫ জন উপ মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ বর্তমানে কর্মরত লোকবল ১৪৯ জন।

অফিসের মূল বিভাগগুলো হলো ক্যাশ বিভাগ, ব্যাংকিং বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১, ২ ও ৩, কৃষিঋণ বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান হলেন একজন উপ মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

অফিসের সবরকম প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে প্রশাসন বিভাগ। সংস্থাপন, জড় সমগ্রী, কল্যাণ, বেতন, আগাম, মনিহারি, প্রকৌশল ইত্যাদি শাখার সমন্বয়ে প্রশাসন বিভাগ গঠিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুরের আওতাধীন জেলাসমূহ হলো রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়। এই সাতটি জেলায় কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহ পরিদর্শন কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করে চলেছে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ- ১,২,৩। ব্যাংকিং বিভাগের আওতাধীন বিভাগসমূহ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাত্যহিক হিসাবায়নের কাজে সহযোগিতা করছে। বর্তমানে নিকাশ ঘরের ব্যাংক সদস্য সংখ্যা ৩৪টি। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের অধীনে রয়েছে ১৯টি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা ও ৩টি মানিচেঞ্জিং প্রতিষ্ঠান এবং কৃষিঋণ বিভাগ নিয়মিত সভা ও পরিদর্শনের মাধ্যমে যথাযথ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

আধুনিকায়নে রংপুর অফিস

বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক আধুনিকায়ন উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় রংপুর অফিসের কার্যক্রমেও এসেছে আধুনিকতা ও ডিজিটাইজেশন। ইতোমধ্যে SAP, কোর ব্যাংকিং, অনলাইন ইএক্সপি ফরম ম্যাচিং, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার সমূহ পুরোমাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে প্রাত্যহিক কার্যক্রমে। যার ফলে নিকাশঘর, ব্যাংকিং বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগসহ সকল বিভাগেই আধুনিকায়িত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ছোঁয়া লেগেছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক

আওতাধীন অঞ্চলসমূহের ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর সৌহার্দ্যপূর্ণ দাপ্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখায় সচেষ্ট। তফসিলি ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ও এসএমই ঋণ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, জালনোট প্রতিরোধ, ছেঁড়াফাটা/ক্রটিপূর্ণ নোটের বিনিময়মূল্য প্রদান, প্রাইজবন্ড ও সঞ্চয়পত্র এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত

তাজহাট জমিদার বাড়ি, রংপুর

রংপুর অফিসের ব্যাংকিং হলে নির্মিত ম্যুরাল। শিল্পী: সমরজিৎ রায় চৌধুরী

সভাসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নানাবিধ কার্যক্রম

রংপুর অফিসে রয়েছে দু'টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, রংপুর নিয়মিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উজ্জীবিত রাখে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ইতোমধ্যে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ব্যাংক ক্লাব আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে। অফিসে প্রতিবছর একবার সবার জন্য পিকনিক এর ব্যবস্থাও করা হয়।

রংপুর অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয় স্থান

'জাগো বাহে কোনঠে সবাই' এর অঞ্চল বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর। এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ও দর্শনীয় জায়গা হলো তাজহাট জমিদার বাড়ি, টাউন হল, তিস্তা ব্যারেজ, ভিন্ন জগত, পায়রাবন্দ, দেবী চৌধুরানীর জমিদার

অপরূপা নীলসাগর, নীলফামারী

বাড়ি, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, রামসাগর ইত্যাদি। দিনাজপুরের লিচু এবং রংপুরের 'হাড়ি ভাংগা' আমের স্বাদ সকলের মন কেড়ে নেয়। রংপুরের নিসবেতগঞ্জে পাওয়া যায় বিশ্বমানের শতরঞ্জি।

শেষের কথা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা হিসেবে এর কাজের ক্ষেত্রে শতভাগ আন্তরিকতার প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে। আধুনিক অফিস এবং তৎপর কর্মবল এর মূল চালিকাশক্তি। তবে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম লোকবল, নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা না থাকা, অফিসের আসবাবপত্রের আধুনিকায়ন ইত্যাদি বিষয় প্রধান কার্যালয়ের সহযোগিতাপূর্ণ দৃষ্টি আবশ্যক। দেশে বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণে এ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রেরণের বিষয়েও প্রধান কার্যালয়ের ভূমিকা পালন করা উচিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে অফিসের উত্তরোত্তর উন্নয়ন সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের উন্নয়নের ধারাকেই অব্যাহত রাখবে বলে এ অফিসের সকলেই আশাবাদী।

■ *প্রতিবেদক: রায়হান রেজা, এডি, রংপুর অফিস*

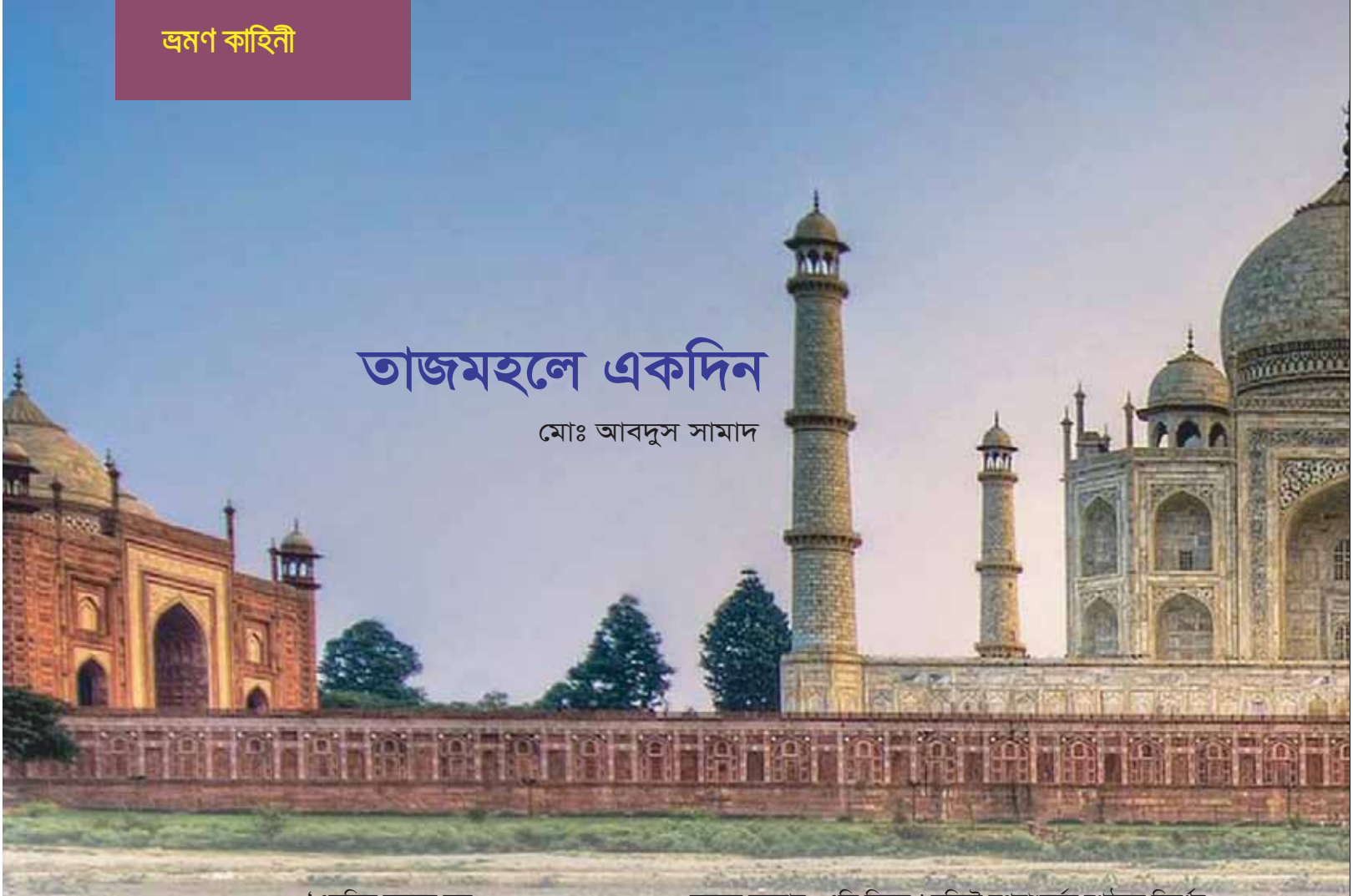

তাজমহলে একদিন

মোঃ আবদুস সামাদ

‘একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।’
‘প্রেমের করুণ কোমলতা,
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।’

জয়পুর থেকে ছেড়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পড়ন্ত বিকেলে বাস এসে থামল আগ্রায়। দুটো স্কুটারে হোটেলে গিয়ে উঠলাম আমরা। সন্ধ্যার পর মিনা বাজারে যাব। রিক্সাওয়ালা ‘দশ রুপাইয়া দিজিয়ে’ বলে একটা মোড় ঘুরিয়ে ঠিক আগের জায়গা থেকে বিশ/ত্রিশ গজ দূরে নামিয়ে দিল আমাদের হোটেলের অনতিদূরেই। হান্নান ভাই বিষয়টি বুঝে ধমক দিয়ে উঠলেন। দু’একজন পথচারীও আমাদের পক্ষ নিল, কিন্তু ‘হামলোক গরীব আদমী হ্যায় স্যার, মাফ কর দিজিয়ে’ মিনতি করায় আমি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওদেরকে চলে যেতে বললাম।

পরদিন সকালে দিল্লী পর্যন্ত যাওয়ার জীপ ঠিক করে প্রথমেই চললাম তাজমহলের দিকে। টিকেট কেটে ভেতরে গেলাম আমরা। স্বপ্নের তাজমহল। বইয়ের ছবিতে, কম্পিউটারে আর টিভিতে হাজারো বার দেখা এই তাজমহল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, কালের কপোলতলে এক বিন্দু নয়নের জল। আমরা প্রথম আর দ্বিতীয় গেট পেরিয়ে উন্মুক্ত চত্বরের (এখানে সম্রাট শাহজাহানের অন্যান্য স্ত্রী ও মমতাজের প্রিয় বাঁদীদের সমাধি রয়েছে) মাঝে এলাম। লাল স্যান্ড স্টোনে তৈরি বিভিন্ন সৌধ আর স্থাপনা চারদিকে। তখনো তাজমহলের দেখা নেই। চোখে পড়ল, একপাশে আকাশ ছোঁয়া প্রবেশদ্বার। হাজারো লোকের স্রোত সেদিকেই। আমাদের ছয়জনের দলটাও জনস্রোতে ভেসে চলল সেদিকেই। আমরা যেই ‘দরওয়াজা কি রওজায়’ পা দিয়েছি, চোখে পড়ল সেই চিরচেনা শ্বেতশুভ্র সমাধি সৌধ। তাজমহল ! সমস্ত দেহ-মনে শিহরণ অনুভব করলাম। একি বিস্ময় ! সত্যিই সপ্তমাশ্চর্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন জগদ্বিখ্যাত তাজমহল আমাদের চোখের সামনে ! ‘The sight of the mansion creates sorrowing sighs,/ And the sun and the moon shed tears from their eyes.’

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার একভাগে যারা তাজমহল দেখেছেন, অন্যভাগে যারা তাজমহল দেখেননি। আমি তাদের একজন হয়ে গেলাম যারা তাজমহল দেখার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ‘Should guilty seek asylum here, / Like one pardoned, he become free from sin./ Should a sinner make his way to this mansion, / All his past sins are to be washed away.’

১৬৩১ সালে সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তম স্ত্রী মমতাজ মহল (আসল নাম আরজুমান্দ বানু) ১৪তম সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করেন। শোকাহত সম্রাট স্ত্রীর স্মৃতিকে অমরত্ব দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। শুরু হলো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কর্মযজ্ঞের। তুরস্ক, পারস্য, লাহোর, দিল্লী, কণৌজ, মুলতান, বাগদাদ, সিরিয়া ও বেলুচিস্তান ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান থেকে নামকরা স্থপতি, ডিজাইনার, রত্ন-কারিগর, ক্যালিগ্রাফার ও মোজাইক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসা হলো। যমুনার তীরে স্থান নির্ধারণ করে মহারাজা জয়সিংকে তার বদলে আগ্রায় বিশাল প্রাসাদসহ জমি প্রদান করা হলো।

তাজমহল নির্মাণের মূল উপাদান স্ফটিক স্বচ্ছ সাদা মার্বেল রাজস্থানের মাকরাণা থেকে আনা হলো। আর পাঞ্জাব থেকে জেসপার (লাল, হলুদ, বাদামি পাথর), চীন থেকে ক্রিস্টাল ও জাড (সবুজ পাথর), তিব্বত থেকে তারকুইজ বা বৈদূর্যমণি, আফগানিস্তান থেকে নীলকান্ত মণি (lapislazuli), শ্রীলঙ্কা থেকে হোয়াইট স্যাপিয়ার বা সাদা নীলকান্ত মণি, আরবদেশ থেকে কারলেলিয়ন অর্থাৎ বিশ্বের সকল স্থান থেকে স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সকল দুষ্প্রাপ্য রত্ন-মণি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হলো।

আব্দ-উল-করিম মামুর খান, মাক্‌রামাত খান ও উস্তাদ আহমদ লাহৌরী তাজমহলের প্রধান স্থপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হলো বুখারার স্থপতি, বেলুচিস্তানের রত্ন-কারিগর, সিরিয়া ও পারস্যের ক্যালিগ্রাফারদের। তবে, সৌধের দেয়ালে সূক্ষ্ম অলঙ্করণের বেলায় ভারতীয়দের অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। অপরদিকে, তাজমহলের স্থাপত্য-শৈলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমরখন্দে অবস্থিত শাহজাহানের পূর্বপুরুষ তৈমুরের মাজার গোর-ই-আমির, দিল্লী জামে মসজিদ, হুমায়ুন'স টম্ব ও ইতমাদ্-উদ্-দৌলার মাজারের অনুসরণ করা হয়। তাজমহল সম্পর্কে বলা হয়, 'finest example of Mughal architecture' এবং 'a combination of Islamic, Persian, Ottoman Turkish and Indian architectural styles.'

তাজমহলের প্রধান মিনারের স্বর্গমুখী বাঁকা চাঁদ সম্বলিত বিরাট চূড়াটি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল। অন্য চূড়াগুলোও (finials) ছিল স্বর্ণ নির্মিত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা স্বর্ণ-নির্মিত সকল চূড়াসহ সৌধের মূল্যবান রত্নসমূহ লুণ্ঠন করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান। পরবর্তীতে এই চূড়াগুলো ব্রোঞ্জ নির্মিত রেপ্লিকা (Replica) দিয়ে প্রতিস্থাপন করাসহ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৮ সালে মূলের অনুকরণে তাজমহলের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেন।

উল্লেখ্য, মূল সৌধের চারদিকে অপূর্ব সুন্দর মিনার চারটি মূল কাঠামোর সঙ্গে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, এগুলো কখনো ভূমিকম্পে ভেঙে গেলেও মূল সৌধের কোনো ক্ষতি হবে না। এর বাগান ও সরোবরের পরিকল্পনাটি বেহেশতের চারটি নদী ও হাউজ-ই-কাওসার প্রতীকী হিসেবে নির্মিত হয়েছে। পরে ইংরেজরা lawns of London-এর অনুকরণে এটির পরিবর্তন করে। সামগ্রিক স্থাপনা নির্মাণে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত স্বর্গোদ্যানের অনুসরণ করা হয়েছিল। মমতাজের মূল সমাধিতে আল্লাহর ৯৯ নাম উৎকীর্ণ আছে এবং সৌধের ভেতরে ও বাইরে সুরা ইয়াছিনসহ মোট ১৫টি সূরা থেকে সংকলিত অংশ ক্যালিগ্রাফিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সমগ্র স্থাপনাটি শেষ হতে বিশ হাজার শ্রমিকের বাইশ বছর লেগেছিল এবং প্রায় চারশ' বছর পূর্বে এটি নির্মাণে তখনকার হিসেবে তিন কোটি বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। বিশালাকার নির্মাণ সামগ্রী বহনের জন্য এক হাজার হাতি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এজন্য সাড়ে নয় মাইল নতুন সড়ক নির্মাণ করতে হয়। তাজমহল তৈরিতে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে একদিকে সাম্রাজ্যের উন্নয়ন কাজ প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনে নতুন নতুন কর আরোপিত হতে থাকে। এ কারণে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং প্রজাদের মধ্যে দেখা দেয় বিদ্রোহ।

প্রিয়তমার বিয়োগে সম্রাট শাহজাহানের হৃদয়ে যে হাহাকারের জন্ম হয়েছিল, পরিণামে অসংখ্য মানুষের হাহাকার আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ সেসব মনে রাখেনি। প্রতি বছর দুই লক্ষ বিদেশিসহ বিশ লক্ষ মানুষ শাহজাহানের প্রেমের অমর কীর্তি তাজমহলকে দেখতে এসে আবেগে আর আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েন। দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যু সাময়িক। প্রেমের হাহাকার চিরন্তন।

পুত্র আওরঙ্গজেব তার অপর তিন সহোদরকে হত্যার পর পিতা সম্রাট শাহজাহান ও ভগ্নি জাহানারাকে (আওরঙ্গজেবের কন্যা বিদূষিণী জেবুন্নিসা পিতার বিরুদ্ধচারণ করায় তাকেও কারারুদ্ধ করা হয়) যমুনার অপর পারে অবস্থিত রেডফোর্ট বা শাহজাহান মহলে বন্দি করে রাখেন। এখানে বন্দিরত অবস্থায় ১৬৬৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শোকাহত সম্রাট অশ্রুভরা নয়নে প্রিয়তমা স্ত্রীর সমাধি তাজমহলের দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। আমরা আগ্রা রেডফোর্ট দেখে দিল্লী অভিমুখে রওনা দিলাম।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, এএন্ডবিডি, প্রধান কার্যালয়*

দেশকে অর্ন্তভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রম এখন দেশের অন্যতম আলোচিত বিষয়। এর নেতৃত্বে যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান অন্যতম। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, গৃহায়ন তহবিল, গ্রীন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স- এই বিভাগগুলোর তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমাসহ ব্যাংকের সকল প্রকাশনার মান উন্নত করার বিষয়ে তাঁর রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এসব নানা বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার পর্বে তিনি তাঁর মতামত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র হিসেবে সাংবাদিকের মুখোমুখি নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশনার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ?

আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আমাদের প্রকাশনার মান উন্নয়নের কাজটি ইতোমধ্যেই গতি পেয়েছে; অনেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমাসহ অন্যান্য প্রকাশনার প্রশংসা করছেন। আমার বিশ্বাস, আগামীতে আমরা আরো মানসম্পন্ন প্রকাশনা করতে পারবো।

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে আপনি বাস্তবায়ন কমিটিতে থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ময়মনসিংহে শাখা স্থাপনের পেছনে কী কী বিষয় বিবেচনায় ছিল ?

ময়মনসিংহে শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল নোট ব্যবস্থাপনা। আসলে ব্যাংকের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে আমাদেরকে বেশ কিছুটা সামনের দিকে তাকাতে হয়েছে। দেশে নগদ টাকার ব্যবহার বাড়ছে। নতুন ও পুরনো নোটের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় বা মতিঝিল অফিস কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। এ কাজগুলো সহজভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে একটি বড় শাখা স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। মূলত এ বিবেচনাতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের ময়মনসিংহ শাখাটি করা হয়েছে।

আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র। এ দায়িত্বটি পালন করতে আপনার কেমন লাগছে ?

ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালই লাগে। তবে গভীর রাতে যখন আমার ফোন বেজে ওঠে এবং সাংবাদিক বন্ধুরা নানা তথ্য-বক্তব্য দেবার জন্যে অনুরোধ করেন, তখন স্ত্রীর কড়মড়ে চাহনির দিকে তাকাতে ভয় করে। কোনোরকমে ফোনের কাজটি শেষ করার চেষ্টা করি। আবার টেলিভিশনে চেহারা ভেসে উঠলে অনেক ফোন পাওয়া যায়। বাজারে মাংস কিনতে গেলে মাংসওয়ালা ভাল মাংস দেবার চেষ্টা করে, ব্যাগটা গাড়িতে উঠিয়ে দেয় আর বলে- আপনি যে আমার দোকানের কাস্টমার, একথা আমার ছেলেকেও টেলিভিশন দেখতে দেখতে বলেছি।

চট্টগ্রামে মানব সম্পদ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে কিছু বলুন -

চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রের নকশা প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছে। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তার জন্যে একটি স্বপ্নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। এখানে যেতে ভাল লাগবে, থাকতে ভাল

খুবই আশাবাদী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস রচনা কমিটিতেও আপনি কাজ করছেন। এ বিষয়ে কিছু বলুন -

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস রচনার কাজটি একটি বড় ধরনের এবং শ্রমসাধ্য কাজ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কীভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ শুরু করা হয়েছিল, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কীভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল, নতুন নতুন নীতিমালা কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল- এগুলো বর্তমান পর্যায়ে এসে জানা খুবই কঠিন। তাছাড়া বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে; এ পরিবর্তন গুণগত এবং পরিমাণগত। এ পরিবর্তন বা উন্নয়নের পেছনে কোন কোন সিদ্ধান্তগুলো ভূমিকা রেখেছে তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা দরকার। আবার বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ব্যাংকের চলমান ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য বাঁক তৈরিতে সক্ষম হয়েছিল, সেগুলোও বিবৃত হওয়া দরকার। কিন্তু এসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা খুবই দুষ্কর। ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেমের নেতৃত্বে আমরা কাজগুলো নির্মোহভাবে করার চেষ্টা করছি।

বিগত ২০১০ সালে আপনার নেতৃত্বে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত একটি রোড শো হয়েছিল। বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম। এই রোড শো করার উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে ?

বাংলাদেশের সকল শ্রেণির মানুষকে চারটি বিষয়ে অবহিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা 'উন্নয়নের যাত্রা' শিরোনামে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত রোড শো করেছিলাম। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল : কৃষিঋণ, এসএমই ঋণ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স। এই রোড শো এর ফলে দেশের সব মানুষ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। আলোচ্য রোড শো এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য উদ্যোগের ফলে কৃষিঋণ ও এসএমই ঋণের প্রবাহ অনেক বেড়েছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্সের পরিমাণও অনেক বেড়েছে। তাই যে কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বর্তমানে সর্বোচ্চ। গত ১৩ আগস্ট ২০১৩ রিজার্ভের পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আপনি তিনটি বিষয় সম্পর্কে বলেছেন, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কে কিছু বলেননি। তার মানে কি এদেশে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে ?

অবশ্যই না। আমরা সম্প্রতি এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভ করেছি। এটা দ্বারাই প্রমাণিত হয়, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের অবস্থা খুব ভাল। এখানে এমন বেশ ক'টি ঘটনা ঘটেছে যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা অনেক উন্নত দেশ বুঝতে পারার আগে আমরা দমন করে ফেলেছি এবং এসবের জন্যে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছি। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সফলতার রূপকার হিসেবে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর জিয়াউল হাসান সিদ্দিকীর উদ্যোগ ও বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার কথা স্মরণ করি।

আপনারা রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক রোড শো করেছেন। এসব আয়োজনের অভিজ্ঞতা কেমন ?

দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে এ ধরনের রোড শো আয়োজনের চিন্তা করার সাহস যুগিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। আমরা তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি কী করে সীমানার বাইরে গিয়েও সাধারণ মানুষের জন্যে চিন্তা করা যায়, উদ্যোগ নেয়া যায়। তিনি যেমন কুসুমাস্তীর্ণ বাঁধানো পথের বাইরে গিয়ে কর্দমাক্ত মাঠে নেমে যান, আমাদেরকেও তিনি এ কাজে উৎসাহিত করেন। তাঁর নির্দেশেই আমরা আন্তর্জাতিক রোড শো করেছি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিপুল সাড়া পেয়েছি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলুন–

বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাময়। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যার সবগুলো আর্থ-সামাজিক পরিমাপ সূচক ইতিবাচক। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কিছু কিছু বিষয় আমরা ইতোমধ্যে অর্জন করেছি এবং অন্যগুলোও লক্ষ্য অনুযায়ী অর্জিত হচ্ছে। যা বিশ্বের উন্নয়ন ধারায় একটি উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত। আবারো আশা করছি ২০২১ সালের মধ্যেই মধ্য আয়ের এবং ২০৫০ এর মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করবো।

সম্প্রতি ইউরোপে আপনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের এক সম্মেলনে বক্তৃতায় বলেছেন যে, আগামী ২৫ বছরের মধ্যে ইউরোপের মানুষ বাংলাদেশে চাকরি করতে যাবে। এটা কি আপনি আন্তরিক বিশ্বাস থেকে বলেছেন ?

অবশ্যই! বাংলাদেশের ক্রম উন্নয়ন ধারাই এ কথা বলছে।

ব্যক্তিগত জীবনে আপনি একজন লেখক। বর্তমানে আপনি কী বিষয়ে লিখছেন ?

আমি অফিসের কাজের পর তেমন একটা লেখালেখি করার সময় পাইনা। তবে এখন আমি শিশুদের জন্যে কিছু কাজ করছি। ওদের জন্যে আমি রূপকথা ও ভ্রমণ কাহিনী লিখছি। এগুলো ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বের অংশ হিসেবে আগামীতে কোনো বড় পরিকল্পনা আছে কী ?

এ ধরনের পরিকল্পনা আগে থেকেই মাথায় বাসা বেঁধে থাকে না। ছড়ানো ছিটানো খড়কুটো মিলে এক সময় একটা বাসা তৈরি হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা শিশুদের জন্যে স্কুল ব্যাংকিং চালু করেছি। বাংলাদেশের অর্থনীতির বিপুল সম্ভাবনার কথা আমরা স্কুল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে আগামী দিনের নাগরিকদের জানাতে চাই। বাংলাদেশ শীঘ্রই মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে; বর্তমানে উন্নয়নের সবগুলো সূচকই ইতিবাচক। দেশের এই অমিত সম্ভাবনাকে সামনে রেখে শিশুদেরকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে আগামী দিনের অগ্রসরমান দেশের হাল ধরার জন্যে। আমরা স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদেরকে সেরকম প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানাই।

উন্নয়নের যাত্রা: টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, ২০১০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে গভর্নর ড. আতিউর রহমান টেকনাফে রোড শো'র দলনেতা ম. মাহফুজুর রহমানের হাতে রোড শো পতাকা তুলে দিচ্ছেন

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

আর দশটি দিনের মত আজিজ সেদিনও সকালে তার কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মব্যস্ত দিন শুরু করে। ২৬ বছর বয়সী আব্দুল আজিজ প্রায় দুই বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকে এমএলএসএস পদে চাকরি করছে। সে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র কেয়ারটেকার মোঃ গোলাম রব্বানীর ছেলে। দিনের শুরুতেই একটি দুঃসংবাদ অন্য সবার মতো তাকে শোকাগ্রস্ত ও অস্থির করে তোলে। সাভারে রানা প্লাজা বিধ্বস্ত হয়েছে। অনেক মানুষ আহত ও নিহত হয়েছে, ভিতরে আটকে পড়েছে হাজারো নারী পুরুষ। তাদের উদ্ধার করার জন্য ফায়ার ব্রিগেড, সেনাবাহিনী, পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছে। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে শত শত স্বেচ্ছাকর্মী ঝাঁপিয়ে পড়েছে উদ্ধারকাজে। তাদের সাথে নিজ বাড়ির সন্নিকটে এই বিপদগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াবার জন্য আজিজের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

অফিস শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি এসে পরিবার ও প্রতিবেশির কাছে রানা প্লাজার অবস্থা জেনে সে উদ্ধার কাজে যোগ দেয়ার কথা বলে। বাবা, মা, স্ত্রী কেউই তাকে বাধা দেয়নি, বরং উৎসাহিত করেছে। যদিও এর পূর্বে আজিজের এরকমের কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ততাই ছিল না। আজিজ রানা প্লাজার সামনে গিয়ে দেখে ১ম তলা ২য় তলা মাটির সাথে মিশে আছে, তিনতলার চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ছাদের অল্প একটু ফাঁকা স্থান দিয়ে মানুষের বাঁচার আকুতি শোনা যাচ্ছে। সে সামনে গেলে ওই ফাঁক দিয়ে তার এক পরিচিত ছেলে শাহাদাত 'ভাই আমাকে বাঁচান' বলে চিৎকার করতে থাকে। ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির দীর্ঘ সুঠাম শরীর নিয়ে আজিজ ক্রলিং করে ছোট একটু গর্ত দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। এভাবেই একটানা পাঁচ দিন পাঁচ রাত অন্য সবার মতো উদ্ধারকাজে নিজেকে সে নিবেদিত করে।

২৪ এপ্রিল ২০১৩ সাভারের রানা প্লাজা বিধ্বস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় ঐ ভবনে কর্মরত সহস্রাধিক নারী পুরুষ আহত ও নিহত হয়। আমরা প্রায় সকলেই পত্রপত্রিকা, টেলিভিশনের মাধ্যমে সেখানকার বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি কীভাবে মানুষ ধ্বংসস্তুপে আটকে পড়া আহত মানুষকে উদ্ধার করেছে, নিহতদের লাশ পৌঁছে দিয়েছে স্বজনের কাছে। এই স্বেচ্ছাকর্মীদের মধ্যে আমাদের এক সহকর্মীও ছিল। কীভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে সে উদ্ধারকাজ করেছে এবং বর্তমানে তার অনুভূতি নিয়ে পাঠকের জন্য প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

একটানা পাঁচদিন উদ্ধারকাজ করার সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বিশ্রাম কিছুই অনুভব করেনি আজিজ। আটকে পড়া মানুষকে কীভাবে বাইরের আলো দেখাতে পারবে এই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। তার সাথে আরো বিশ-পঁচিশ জনের একটি দল কাজ করেছে। এই দলে কয়েকজন কিশোরসহ তিনজন নারীও সমানে কাজ করেছে। হাতুরি দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে অল্প বয়সীরা। নারী উদ্ধারকর্মীরা মেয়েদের উদ্ধারের সময় শালীনতার বিষয়ে বিশেষ নজর দিয়েছেন। এভাবে ফায়ার বিগ্রেড, সেনাবাহিনী, চিকিৎসকদের সহযোগিতায় অসংখ্য মানুষ ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করে। সাধারণ গরীব মানুষেরা এই উদ্ধারকর্মীদের শরবত, খিচুড়ি, বিস্কুট, পানি দিয়ে যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে তা অবিস্মরণীয়। আজিজ জানায়, অবাক হওয়ার মতো বিষয় - সবাই সহযোগিতা করতে চাচ্ছিল, কারো কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিলনা। মানুষ এতো ভাল, এরকম একটা বিপর্যয় না হলে বুঝা যায় না। যাদেরকে আহত অবস্থায় উদ্ধার ও বের করে আনা হচ্ছে তাদের অনেকেই সুস্থ হয়ে পরে উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছে। আজিজ রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজের শেষদিন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতায় ছিল।

রানা প্লাজার ধ্বংসস্তুপের মধ্যে আটকে পড়া অগণিত জীবিত মৃত নারী পুরুষের মর্মস্পর্শী কাহিনী মনে পড়লে এখনও আজিজ শিউরে ওঠে। বাতাসে লাশের পঁচা গন্ধ, মানুষের বাঁচার আকুতি তাকে মাঝে মাঝে উদাস করে দেয়। এই উদ্ধার কাজ জীবন সম্পর্কে ধারণা পাল্টে দিয়েছে। মৃত্যুকে সে যেন জয় করতে পেরেছে, পেরেছে নিজেকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে। এখন আজিজ মানবিক কর্মী হিসেবে নিজেকে দেখে। এই দেশে তার মতো সাহসী উদ্যোমী যুবকের প্রয়োজনীয়তা সে বুঝতে পেরেছে। 'আমি পারব', 'আমি মানুষের সেবায় এগিয়ে যাব' এই দৃঢ় প্রত্যয় তার ব্যক্তিত্বে অর্জিত হয়েছে।

তরুণ আজিজের স্মৃতিতে পঞ্চম দিনের একটি ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সোহেল নামের এক গার্মেন্টসকর্মী তার বান্ধবীসহ একটি বিমের নিচে চাপা পড়েছিল। সোহেলকে আজিজের দল সহজেই বের করতে পারে কিন্তু তার বান্ধবীকে উদ্ধার করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ছিল। সোহেল পুরো সময় তাদের সাথে অনেক পরিশ্রম করে বান্ধবীকে উদ্ধার করে। বান্ধবীর প্রতি সোহেলের এই মমতা তার কাছে ভাল লেগেছে। এছাড়া এক ভদ্রলোককে তার খুব মনে পড়ে। তার বাড়ির দেয়ালের একাংশে রানা প্লাজার একদিক হেলে পড়েছিল। তিনি তার বাড়ির দেয়াল কেটে আজিজের দলসহ অন্যদেরকে রানা প্লাজায় প্রবেশে সহযোগিতা করেন।

আব্দুল আজিজ রানা প্লাজার ধ্বংসস্তুপের মধ্যে উদ্ধারকাজ করছে

আজিজ বর্তমানে এই ঘটনায় নিহতের পরিবারের স্বজনদের সহযোগিতা করার জন্য এলাকাবাসীদের নিয়ে 'অহন' নামে একটি সংগঠন করেছে। এই সংগঠন রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৫০টি সেলাই মেশিন ও ৫০টি রিকশা বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। গভীর শোক থেকে এভাবেই জন্ম নিয়েছে শক্তি। সংগঠিত হয়েছে তরুণ প্রাণ, বিশ্বাস করতে শিখেছে 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য.....

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

২০১৩ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

ফারজানা বিনতে রহমান
ঢাকা সিটি কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: কানিজ ফাতেমা
পিতা: এ.কে.এম. ফজলুর রহমান
(জিএম, বিবিটিএ)

আবুতালহা ইবনে ফারুক (আনাম)
নটরডেম কলেজ, ঢাকা (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: আনোয়ারা বেগম
পিতা: মোঃ ওমর ফারুক
(এডি, গভর্নর সচিবালয়, প্র.কা.)

ফাতেমা-তুজ-যোহরা (আঁচল)
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোর্শেদা বেগম
(এডি, এইচআরডি, প্র.কা.)
পিতা: মোফাজ্জেল হোসেন সিকদার (জেডি, মতিঝিল অফিস)

কেয়া চৌধুরী দোলা
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রীতা রানী দেবী
পিতা: রতন নাথ চৌধুরী
(ডিডি, ময়মনসিংহ অফিস)

মোঃ জামাল উদ্দিন (রফিক)
সরকারী তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফরিদা পারভীন
পিতা: মোঃ জয়নাল উদ্দিন
(জেডি, ইএমডি, প্র.কা.)

সৈকত আচার্য্যী
নটরডেম কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সবিতা আচার্য্যী
পিতা: সনিত কুমার আচার্য্যী
(ডিডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

২০১৩ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

সন্‌জীব সরকার
বগুড়া জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: লিপিকা সরকার
পিতা: সুকুমার সরকার
(এএম (ক্যাশ), রাজশাহী অফিস)

সাদিয়া নূর
মণিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুর (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শিরীন আকতার
বাবা: হাজী মোঃ সেলিম মিয়া
(ডিএম (ক্যাশ), সদরঘাট অফিস)

নিহার রঞ্জন দেবনাথ
বরিশাল জিলা স্কুল (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: বিথিকা দেবনাথ
পিতা: নরেশ চন্দ্র দেবনাথ
(ডিএম, বরিশাল অফিস)

কামরুল হাসান রাকিব
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: কুমকুম বেগম
পিতা: মোঃ সহিদুল ইসলাম
(এডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

সামিহা সামছি (তাপ্তি)
মণিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুর (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শাহনাজ আক্তার
পিতা: মোঃ সামছুর রহমান মিঞা
(জেডি, ডিবিআই-১, প্র.কা)

আর রাফি জামি ইসলাম
রংপুর জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আইরিন পারভীন
পিতা: মো: মাহবুবুল ইসলাম
(এএম, রংপুর অফিস)

কৃতিত্ব

ইসরাত জাহান
২০১১ এর বিবিএস (ডিগ্রি (পাস), ফলাফল ২০১৩) এ প্রথম বিভাগ

কবি নজরুল গভঃ কলেজ, ঢাকা
মাতা: নূরুন্নাহার
পিতা: মোঃ ইসমাইল হোসেন
(এএম, রংপুর অফিস)

২০১২ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ মেরাজ হাসান
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল

মাতা: হাবিবা বেগম (সোমা)
পিতা: নুরুল আমিন-৪
(এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

মোঃ মেহ্‌রাব হাসান
মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: শামীম আরা বেগম
(ডিডি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, প্র.কা.)
পিতা: এ, কে, এম ফরিদ উদ্দিন

২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

রাফিদ আনোয়ার আজিজ
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

মাতা: নায়লা সুলতানা
পিতা: মোঃ আনোয়ার হোসেন
(ডিডি, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, প্র.কা.)

নাফিম আনোয়ার আজিজ
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

মাতা: নায়লা সুলতানা
পিতা: মোঃ আনোয়ার হোসেন
(ডিডি, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, প্র.কা.)

রোদ থেমে আছে বিকেলের মাথায়

সৈয়দ নূরুল আলম

রোদ থেমে আছে বিকেলের মাথায়
কমলা রঙের রোদ
কালো ছায়া ফেলে ছড়িয়ে আছে চারপাশে
বুকের ভেতরটা খুব শুকনো লাগছে
কতদিন শহরে বৃষ্টি হয় না
জিভ শুকিয়ে কাঠ
মনে হচ্ছে একদৌড়ে পালিয়ে যাই
শহর থেকে অন্য কোথাও।
রোদ থেমে আছে বিকেলের মাথায়
বৃষ্টি নামবে না সহজে
শহরে বর্ষা আসে এখন অনেক দেরি করে
কখনো একেবারেই আসে না
বৃষ্টিতে ভিজতে চাইলেও পারি না
শুধুই উন্মুখ হয়ে থাকা ।

সময়ের দাবি

মোঃ জাহেদুল ইসলাম

চায়না, জাপান, কোরিয়া
আজ উন্নয়নের চূড়ায়
হেথায় মোদের নুন আনতে
পান্তা ভাত ফুরায়।
আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড
বিশ্বের ধনী দেশ
কোথায় বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া
কোথায় বাংলাদেশ?
ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া
মেট্রো রেল বানায়
আমরা ভাবি ওসব চিন্তা
আমাদের কি মানায়?
রাজনীতি বা সমাজনীতি
কিংবা অর্থনীতি
সব বিষয়ে পিছিয়ে মোরা
দুর্বল এক জাতি।
তবে দুর্নীতিতে আছি
মোরা শীর্ষ তালিকায়
এ বিষয়ে সাধ্য কার
আমাদের পিছায়।
হতাশা ছেড়ে আসুন
এবার দেশের কথা ভাবি
বাংলাদেশের উন্নয়ন
আজ সময়ের দাবি।
মতভেদ ভুলে আসুন দাঁড়াই
এক পতাকার তলে
উন্নয়ন হবেই হবে
যদি কাজ করি সকলে।

মিছিল

হামিদুল আলম সখা

তুমি বলেছিলে আর কখনো মিছিলে যাবে না
আমি তোমার কথা রাখতে পারিনি,
কেন না 'অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।'
আমাদের এই মাটি, আমাদের এই দেশ, আমাদের এই পতাকা
আগলে ধরে রাখতে হবে।
আমাদের এ প্রজন্মকেই এগিয়ে আসতে হবে।
একাত্তরে যারা আমাদের মায়েদের সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছিল
আমাদের শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল
গ্রামে গ্রামে আগুন দিয়েছিল- আমাদের জাতির মেরুদণ্ড
বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল
সেইসব রাজাকারদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছে প্রজন্ম;
তুমি বলো, আমি মিছিলে না গিয়ে থাকতে পারি?
দানবের চেহারা বরাবর একই।
সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে দানবের যে আচরণ ছিল
এই ডিজিটাল যুগেও দানবের চেহারা সমদূরত্বে।
যে জাতি মায়েদের সম্মান দিতে জানে না
সে জাতি কখনো মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না ।
আমি আমার মায়ের কথা বলবো, আমি আমার মাটির কথা বলবো
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলবো, আমার অধিকারের কথা বলবো।
যে আমাকে রুখতে যাবে, সেখানেই হবে প্রতিরোধ।
তাই আমাকে মিছিলে যেতেই হবে ।
আমি মিছিলে যাব, আমি মিছিলে যাব--------।

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা

প্রবালকুমার বণিক

লজ্জা দিয়ো না সলজ্জকে

লিখেছ সলজ্জিত? নয় ওটা শুদ্ধ
তাই দেখে পণ্ডিত হয়েছেন ক্রুদ্ধ।
সলজ্জ-তার শেষে 'ইত' কেন বসবে?
শুদ্ধকে যদি চাও 'ইত'টা তো খসবে!
সশঙ্ক ঠিক জেনো এরকম শব্দ
তার শেষে 'ইত' দিলে হবে তুমি জব্দ।

[যুক্ত বা অন্বিত অর্থে 'ইত' প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণপদ গঠন করা যায়। যেমন লজ্জা-লজ্জিত, শঙ্কা-শঙ্কিত, সজ্জা-সজ্জিত ইত্যাদি। মূল শব্দের সঙ্গে 'স' উপসর্গযোগে সমাস সাধিত হলে শব্দশেষের আ-কার 'অ' হয়ে যায়। যেমন, লজ্জার সঙ্গে বর্তমান= সলজ্জ (বহুব্রীহি সমাস)। সমাসনিষ্পত্তির প্রয়োজনে 'স' যুক্ত হলে সেটিই 'ইত' তথা 'যুক্ত' অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং শব্দের পূর্বে 'স' যুক্ত হলে তাতে আর 'ইত' যোগ করা চলে না। নিচের শব্দতালিকাটি দেখুন।

মূল শব্দ	*প্রত্যয়যোগে সাধিত শব্দ*	*স-যোগে সাধিত সমস্তপদ*
লজ্জা	*লজ্জিত*	*সলজ্জ*
শঙ্কা	*শঙ্কিত*	*সশঙ্ক*
চেষ্টা	*চেষ্টিত*	*সচেষ্ট*
সজ্জা	*সজ্জিত*	*সসজ্জ*

ধূসর আকাশ

ইশরাত-ই-মাওলা

খাটের চারপাশ জুড়ে কয়েক জোড়া চোখের উৎকণ্ঠা আর অস্থির অপেক্ষা। কখন হবে এই যন্ত্রণা আর দায়িত্ববোধের অবসান। তারা সবাই একজনের অন্তিমক্ষণের অপেক্ষায় আছে। বিরক্তিভরা মুখাবয়বে সবারই যেন এক অভিব্যক্তি– এতদিন বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়!

ঘরের মাঝে ধূলায় ধূসরিত সোফাসেটে স্পষ্ট অযত্নের ছাপ। অথচ একটা সময় এ ঘরটা কতই-না ঝকঝকে তকতকে হয়ে থাকত। চায়ের আড্ডা, গানের আড্ডায় হয়ে থাকত প্রাণময়। কোন এক সুগৃহিণীর মিষ্টি একটা উপস্থিতির আমেজ আজও যেন পুরোপুরি মুছে যায়নি।

ঘরটি জুড়ে আজ আলোর স্বল্পতা। টিমটিমে আলোয় আমি সোফার মাঝে এসে বসলাম।

বাড়ির গৃহকর্ত্রী আজ মৃত্যুশয্যায়। ডিসেম্বর মাসের কোন এক শীতের সন্ধ্যায় বৌ হয়ে এই বাড়িটাতেই যার প্রথম আগমন। বাসর রাতে চাঁদের আলোয় আলোকিত উত্তরের ঘর আর স্নিগ্ধ প্রকৃতি সেদিন তার মিলন বিহ্বলতায় নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পরদিনের সকাল তার ম্রিয়মান হৃদয় মণিকোঠায় আজও উজ্জ্বল।

বাড়ির সবাইকে মুগ্ধ করতে সে আগে থেকেই সবার পছন্দের খাবারের তালিকা জেনে রেখেছিল।

শ্বশুরের জন্য মুচমুচে পরোটা আর বেগুন ভাজি, বরের জন্য আলু আর ফুলকপির সবজি আর দেবর ননদের জন্যে মুরগির রেজালা, চালের রুটি, নেশেস্তার হালুয়া, গাজরের হালুয়া সব নিজের হাতে তৈরি করেছিল সাত সকালে উঠে। সেদিনের সকালের নাস্তা তাকে বাড়ির বৌ থেকে বাড়ির কর্ত্রীতে পরিণত করেছিল। এরপরের প্রতিটি দিন তার কর্তৃত্ব, তার অধিকার, তার চাওয়া-পাওয়া, তার স্পর্শ অত্যন্ত দ্রুত এই বাড়িটার আনাচে কানাচে বেড়েই গেছে এবং কখন যে তা একটা বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছিল সেটা তার শ্বশুর পরিবারের খুব কম মানুষই বুঝতে পেরেছিল।

পরম বিশ্বাসে দয়িত্বের হাত ধরে সংসারের মিষ্টি আবর্তে নিজেকে বিলিয়ে দিতে সেদিন এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি সে। সকলের আবদার পূরণ করে লাভ করেছে এক অপার সুখ।

প্রথম সন্তানের মা হবার মধ্য দিয়ে তার নারীত্বের পূর্ণতা ঘটে এ বাড়িতেই। একে একে কোলজুড়ে আসে চার সন্তান। ছেলেমেয়েদের নিজ হাতে মানুষ করেছে। তাদের লেখাপড়া, খাওয়া- দাওয়া, স্কুলের জন্য গুছিয়ে দেয়া, বিয়েতে সাজিয়ে দেয়া সব একাই সামলেছে। ছেলের বৌদের জন্য তিল তিল করে জমানো টাকায় তৈরি করে রেখেছিল গয়না। তার শাশুড়ি তাকে যেমন করে বরণ করে নিয়েছিলেন তার থেকেও যেন একটু বেশি আড়ম্বর, একটু বেশি আদর আর একটু বেশি ভালোবাসা দিয়ে পুত্রবধূদের বরণ করে নিতে।

সাংসারিক দ্বন্দ্বে, আবেগের টানাটানিতে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করেছে কখনও বা ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আবার কখনও বা স্বামীর পাশে থেকে। কত রাত যে তার বিনিদ্র কেটেছে তার সাক্ষী শুধু নিজে।

সময়ের আবর্তে সাজানো খেলাঘরে বাজে বিদায়ের সুর। ভালোবাসার নৌকার ভার এসে পড়ে একলার কাঁধে যখন তার সঙ্গী তাকে একলা করে চলে যায় পরপারে। সকল কষ্ট ভুলে সন্তান আর পুত্রবধূদের মুখের দিকে তাকিয়ে সয়ে নেয় সকল ভার।

কিন্তু যে বিদায়ের সুর একবার বেজেছে তার একার সাধ্য কি তা রোধ করে! তাই শুরু হয় কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব। সংসারের কর্তৃত্বের চাবি নিজের আঁচলে বাঁধতে পুত্রবধূরা একে একে আলাদা হয়ে যায়। আবেগ, ভালোবাসা, যুক্তি কোনো কিছুই আটকে রাখতে পারে না সে ভাঙ্গন। নিঃসঙ্গতা আর একাকিত্বের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে শুরু হয় তার দিন গোণা। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ছেলে, বৌ, নাতি-নাতনিরা পালা করে আসতে থাকে তার একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতায় একটু রং চড়িয়ে দিতে। তাতেই যেন তিল তিল করে বেঁচে থাকা। কিন্তু সেখানেও একদিন তাল কেটে যায়। নিজেকে প্রবোধ দেয়, হয়তো নাতি-নাতনিদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেছে, বাসায় হয়তো বৌমার বাপের বাড়ির লোকজন এসেছে, তাই আসতে পারেনি। পরের সপ্তাহে ঠিক আসবে! কিন্তু সে বুঝতে পারেনি এই ফাঁকি দিন দিন বেড়েই চলবে। ছেলেরা তাকে সঙ্গ দিতে চাইল, ইনিয়ে বিনিয়ে বলল বৃদ্ধাশ্রমের কথা। কিন্তু ওরা একটাবারও ভেবে দেখলো না তিলতিল করে গড়ে তোলা এই সংসারে তার স্বামীর স্মৃতি নিয়ে আধো বোধে আধো নির্বুদ্ধিতায় সময় কাটিয়ে দেয়াতেই যে তার পরম সুখ। ছেলেদের ফিরিয়ে দিল হাসিমুখে, মুক্তি দিল সকল দায় থেকে।

আস্তে আস্তে রোগ শোকের মাঝে আত্মগোপন করা আরেক জীবন শুরু হলো তার। নিজেকে নিজের থেকে লুকিয়ে রেখে যেন নিজেকেই ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা। মন মানলেও শরীর যেন আর সাড়া দিতে চাইত না।

বাকশক্তি রহিত মানুষটার চোখগুলো মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠত। যখন তার আদরের নাতনিরা রঙিন চুড়ি আর ওড়না পড়ে আশেপাশে ছোটাছুটি করত তখন তার শীর্ণ খটখটে চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠত। নিরবে সে তাদের তারুণ্য উপভোগ করত।

ঘরের কোণায় জ্বলতে থাকা টিমটিমে আলো যেন মানুষটার অস্তিত্বের শেষ পাহারাদার।

আধো আলো আধো ছায়ায় এক অদ্ভুত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সে তার চারপাশের কোলাহলটা একবার দেখে নিল। আমি তার শিয়রের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত রাখলাম ঠাণ্ডা কপালে। আলতো করে চুমো খেলাম। আর বললাম 'আমায় তুমি ক্ষমা করো বুড়ি'..

অসহ্য যন্ত্রণা আর বেদনা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ সে চোখ খুলল। আমার দিকে তাকিয়ে থাকা নির্বাক দৃষ্টি যেন অভিযোগের সুরে বলতে থাকল তার অসহায়ত্বের কথা। দু'চোখ ভরা অভিমান আর ক্ষোভ যেন ঝরে পড়ল নিঃশব্দ অশ্রুমালায়।

মুখে একটু পানি তুলে দিলাম। রক্তবমি করে সব ফেলে দিল। হাত ধুতে যেতে না যেতেই ভাই চিৎকার করে উঠল। বলল, আপা দাদি জানি কেমন করছে। দৌড়ে এসে দেখলাম আমার বুড়িটা নিষ্প্রাণ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। কে জানে কত অভিমান নিয়ে গেল! আমাদের জানতেও দিলনা.. আমি আমার একান্ত গ্লানি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ঠায়।

■ *লেখক: সহকারী পরিচালক, এএন্ডবিডি, প্রধান কার্যালয়*

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর অধিকতর কার্যকরী সুপারভিশন বহাল করার জন্য কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়– এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার মতামত :

মোঃ আবদুল হক
নির্বাহী পরিচালক

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর অধিকতর কার্যকরী সুপারভিশন বহাল করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি ঃ

১। আমাদের সুপারভিশন বিভাগ যথা ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ- ১, ২, ৩ ও ৪ এবং ভিজিলেন্স-এ -
   ক. অপেক্ষাকৃত চৌকষ কর্মকর্তা বহাল করা ;
   খ. তাদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;
   গ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা ;
   ঘ. কোন্ কোন্ বিষয়ে সাধারণত অনিয়ম হয়, ঐ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা এবং কর্মকর্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কাজ বুঝার বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;
   ঙ. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বার্ষিক হিসাব বিবরণীর (Balance Sheet) বিষয়াদি সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান হাতে কলমে শেখার ব্যবস্থা করা ।

২। ক. সুপারভিশন বিভাগসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাদের কাজ তদারকির জন্য এ কাজে অভিজ্ঞ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মনিটরিং এর দায়িত্ব দেয়া। যারা মনিটর করবেন বা প্রতিবেদন দেখবেন কিংবা নির্দেশনা দেবেন- তাদের পরিদর্শনকাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে পরিদর্শকদের প্রতিবেদন বুঝতে সহজ হবে এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন।
   খ. পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের পূর্বের অনিয়মের বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে যারা গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করবেন তাদের প্রণোদনার ব্যবস্থা করা। যারা অসৎ উদ্দেশ্যে কোন অনিয়ম এড়িয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

৩। প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তদারকি করতে হবে। অর্থাৎ পূর্বের অনিয়ম পুনরায় সংঘটিত হচ্ছে কি-না বা পূর্বের অনিয়ম সংশোধনযোগ্য হলে তা করা হয়েছে কি-না, তা দেখতে হবে। বাস্তবায়নের বা সংশোধনের ক্ষেত্রে অবহেলার দৃষ্টান্ত পেলে দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (গণ)-এর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৪। ক. পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/ সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।
   খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যাংকারগণের সমন্বয়ে বিবিটিএ'র অধীনে কর্মশালার আয়োজন করা।

ড. আবুল কালাম আজাদ
মহাব্যবস্থাপক, ডিবিআই-১

বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথভাবে ব্যাংক সুপারভিশন নীতিমালা প্রণয়ন ও গ্রহণ এবং এগুলোর বাস্তবায়নের সকল উদ্যোগ ও ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক দেশের সুপারভিশন কর্তৃপক্ষের তুলনায় বেশি সৃজনশীল। তবে প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যাংকিং সুপারভিশন ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন সাধন ও সময়োপযোগী করার অবকাশ রয়েছে।

   ক. ব্যাংকগুলোতে রেগুলেটরি Compliance ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং দক্ষ জনবল ও তাদেরও দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।
   খ. রেগুলেটেড ব্যাংকগুলোর Compliance এবং অপারেশনস সমূহে যারা দায়িত্বহীনতা কিংবা ব্যর্থতার পরিচয় দিবে তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।
   গ. অনিয়ম/নিয়মনীতি লংঘনের সাথে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে শাস্তির বিধান করা জরুরি।
   ঘ. রেগুলেটরী এবং সুপারভাইজরী Violation এর জন্য রেগুলেটেড ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ আইনানুযায়ী দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন এ ধরনের অনিয়ম সংঘটনকে উৎসাহিত করবে।

এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক/রেগুলেটেড ব্যাংকগুলোর ওপর অধিকতর কার্যকরী সুপারভিশন বহাল করার জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক বলে মনে হয় ঃ

১। সুপারভিশন কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়নের জন্য যথাযথ Need Based প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
২। সুপারভিশন/পরিদর্শন বিভাগগুলোতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাজের অনুপাতে যথাযথ ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পন্ন জনশক্তি বৃদ্ধিকরণ;
৩। সুপারভিশন/পরিদর্শন দক্ষতাকে বিশেষ দক্ষতা/অভিজ্ঞতা হিসেবে মূল্যায়ন;
৪। সুপারভিশন দক্ষতাভিত্তিক পারফরমেন্স মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৫। সুপারভাইজার/পরিদর্শকদের Financial reporting ও financial disclosure requirement বিষয়ে জ্ঞান ও বুঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ;
৬। সুপারভাইজার/পরিদর্শকদের Interest conflict পরিহার করার জন্য সক্ষম করে তোলা;
৭।সুপারভাইজার/পরিদর্শকদের যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill) বৃদ্ধি করা;
৮। সুপারভিশন/পরিদর্শন কাজে অভিজ্ঞদের আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক ভাবে প্রশংসা করা;
৯। সুপারভাইজার/পরিদর্শকদের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নির্ধারণ ও মূল্যায়ন;
১০। সুপারভাইজার/পরিদর্শকদের জন্য নিয়োগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

অসীম কুমার মজুমদার

উপ মহাব্যবস্থাপক, ডিওএস

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হলে বা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপার-ভিশন আরও কার্যকরী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

ব্যাংকের বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ সহনীয় মাত্রায় রাখার লক্ষ্যে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও তা হ্রাসকরণ এবং পূর্ব সতর্কীকরণের অংশ হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী, কার্যকর ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং রিস্ক মডেলিং, রিস্ক লিমিট নির্ধারণ, ব্যাংকে বিদ্যমান রিস্কসমূহ বিশ্লেষণ ও তা প্রশমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সুষ্ঠু ও দক্ষ Self-Assessment কার্যক্রম প্রবর্তন : ব্যাংকগুলোয় জালিয়াতি/প্রতারণামূলক তৎপরতার প্রবণতা প্রতিরোধে তাদের অবলম্বিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকারিতার স্ব-মূল্যায়ন (Self-Assessment) প্রক্রিয়া বর্তমানে ডিওএস কর্তৃক মনিটর করা হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকারিতার স্ব-মূল্যায়ন অবাধ, সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা হলে ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনি সুপারভিশন আরও কার্যকরী হবে ।

Off-balance sheet business মনিটরিং : ব্যাংকগুলোর Off-balance sheet business নিবিড় মনিটরিং এর আওতায় আনতে হবে। বিশেষ করে IBP এর প্রতি সতর্ক নজর দিতে হবে এবং Local L/C সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও Settle করার জন্য একটি বিশদ গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে।

অন-সাইট এবং অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রমের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়: বাংলাদেশ ব্যাংকের অন-সাইট এবং অফ-সাইট বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় এর বিষয়টি আরও কার্যকর, শক্তিশালী ও বেগবান করতে হবে। এর ফলে বিভাগগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, Information Gap হ্রাস পাবে, ব্যাংকগুলো হতে প্রাপ্ত বিবরণীসমূহ Consult করার ফলে তথ্যের Variation হ্রাস পাবে এবং সুপারভিশনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

স্ট্রেস টেস্টিং গাইডলাইন এর কার্যকর অনুসরণ এবং তার আলোকে ব্যাংকগুলোর মূলধন কাঠামো শক্তিশালীকরণ, Risk Based Supervision প্রবর্তন, ডায়াগনস্টিক রিভিউ রিপোর্ট (DRR), Quick Review Report (QRR) কার্যকরভাবে প্রণয়ন, Financial Projection Model প্রবর্তন, Large Loan নিবিড় মনিটরিং ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সুপারভিশন কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হবে।

সাইফুল ইসলাম

উপ মহাব্যবস্থাপক, বিআরপিডি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক তদারকির বিষয়টি সমালোচনার উপযুক্ত বিষয় হিসেবে নিজের একটি অবস্থান গড়ে নিয়েছে। মুদ্রানীতি, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা বা পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর ক্ষেত্রে যেটি সাধারণত দেখা যায় না। আসলে, 'কার্যকর ব্যাংক তদারকি' সকলের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলেই হয়তো তা সবসময় মনোযোগের কেন্দ্রে অবস্থান করে। কার্যকর ব্যাংক তদারকি প্রতিষ্ঠার দু'টি আবশ্যিক দিক রয়েছে; প্রথমটি হলো দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও আর্থিক-ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাংকিং নীতি গ্রহণ, আর দ্বিতীয়টি হলো, সর্বক্ষেত্রেই ঘোষিত নীতির বৈষম্যহীন প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

একথা অনস্বীকার্য, নব্বই দশকে 'আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচি' বাস্তবায়নের শুরু হতে এ যাবৎ ব্যাংক তদারকির মানোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এজন্য প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈদেশিক পরামর্শকের সহায়তাও নেয়া হচ্ছে। যে সব দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বহিঃপরামর্শকবৃন্দ 'প্রেসক্রিপশন' দিয়ে থাকেন তার সাথে আমাদের দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার কতোখানি মিল রয়েছে সেটা ভাল করে ভেবে দেখার সময় এখন বোধকরি এসেছে। তাছাড়া, নতুন কোনো নীতি প্রবর্তনের পূর্বে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'কোয়ান্টেটিভ ইমপ্যাক্ট সার্ভে'-এর অনুশীলনও চালু করা দরকার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষিত কোন নীতি গ্রাহক বা ব্যাংকারের ব্যবসায়িক ও আর্থিক স্বার্থের পরিপন্থি হলে স্বাভাবিকভাবেই নীতিটি তাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর চাপ আসে নীতি পরিবর্তনের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিক উপায়ে নীতিটি অকার্যকর করে রাখা হয়, ফলে ঘোষিত নীতিটি মানসম্পন্ন হলেও তা অনুসৃত হয় না বা প্রয়োগ হয় না। ব্যাংক তদারকি কার্যকর ও লাগসই করার জন্য এর পদ্ধতিগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তো রয়েছেই। কোন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহক বা ব্যাংক-ভেদে বৈষম্য প্রদর্শন করা হলে তদারককারির সার্বিক নৈতিক ভিত্তিটিই দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই 'কার্যকর ব্যাংক তদারকি' নিশ্চিত করতে গ্রাহক-ব্যাংকার এই দু'টি পক্ষের যৌক্তিক আচরণের পাশাপাশি তদারককারীর বৈষম্যহীন, নিরপেক্ষ ও নির্মোহ নীতিগত অবস্থান একান্ত কাম্য।

মোঃ রুকনুজ্জামান

যুগ্ম পরিচালক, ডিবিআই-১

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৪ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর অধিকতর কার্যকরী সুপারভিশন বহাল করার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

১. পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পরিদর্শন বিষয়ে পুঁথিগত এবং বাস্তব জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পরিদর্শন বিভাগে বহালকৃত সকল কর্মকর্তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে সেরকম জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থাকে না। এ কারণে পরিদর্শন বিভাগসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ/বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. পরিদর্শন কাজে কর্মকর্তাদের পরিদর্শনস্থলে গমনের জন্য টিএ/ডিএ সুবিধার পরিবর্তে পরিবহন সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৩. পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের বেতন/ভাতাদির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শিতব্য ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের তুলনায় বেশি আর্থিক সুবিধাদি পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রদান করা হলে কর্মকর্তাদের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয় পর্ব

আদিম সমাজ

প্রাচীন আমলের মুদ্রা

মুদ্রার ধারণা

পণ্যবদলের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা দেখে মানুষ ভাবতে লাগল কেমন করে এসব অসুবিধা দূর করা যায়। ভাবতে ভাবতে একসময় সমাধানও পেয়ে গেল তারা। ইংরেজিতে একটি কথা আছে: Necessity is the mother of invention অর্থাৎ অভাব বা চাহিদা দেখা দিলেই মানুষ তা সমাধানের কথা ভাবতে বসে, আর এভাবেই নানা জিনিসের আবিষ্কার সম্ভব হয়। মুদ্রা আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও এরকমটিই হয়েছে। মানুষ প্রথমে খেয়াল করেছে যে, সোনা বা রুপা সবাই পেতে চায়। এগুলো বহন করা বা জমিয়ে রাখা সহজ, সুতরাং সোনা বা রুপাকেই টাকার কাজে লাগানো যায়। তা ছাড়া অন্যান্য ধাতু দিয়ে কম দামি মুদ্রা বানানো যায়।

প্রাচীন মিশরে সোনা ও রুপার আংটিকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দেখা যায়, ছোট্ট একটা আংটি দিয়ে অনেক জিনিস কেনা সম্ভব। তা ছাড়া দু'হাতের দশটি আঙুলে পরে অনেকগুলো আংটি নিয়ে অনায়াসে বাজারে চলে যাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্রিটেনের গ্ল্যাসটোনবেরি নামক ছোট্ট একটি হ্রদে যারা বাস করত তারা লোহার শলাকে টাকা ভাবত। সরু এবং লম্বা এসব শলা হাতে করে বা ব্যাগে পুরে বাজারে নিয়ে যেত তারা।

অনেকে আবার তাদের প্রতিদিনকার ব্যবহারের জিনিসগুলোর মতো করে ধাতু দিয়ে টাকা বানিয়ে নিত। যেমন- দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘাস কাটার ছেনি বা খুরপির মতো করে ধাতব টাকা বানানো হত। আফ্রিকার কাতাঙ্গায় পিতলের তৈরি ক্রুশকেই টাকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার আফ্রিকার অন্য একটি দেশে লোহা দিয়ে সরু ও লম্বা করে টাকা বানানো হত, যার নাম ছিল কিসি।

ধাতব মুদ্রার জন্ম

সত্যি সত্যি ধাতু দিয়ে পয়সা কোথায় প্রথম তৈরি করা হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতেরা নানা কথা বলেন। এ ব্যাপারে কেউ বলেন, চীনদেশে প্রথম ধাতুর মুদ্রা চালু হয়েছিল। আবার কেউ বলেন, বর্তমান তুরস্কের লিডিয়া নামক ছোট্ট একটি দ্বীপেই প্রথম ধাতু দিয়ে মুদ্রা বানানো হয়। হয়তো দুটো দেশেই আলাদাভাবে মুদ্রা বানানো হয়েছিল। হয়তো কাছাকাছি সময়েই ঘটেছিল ঘটনাগুলো। তখন তো আর আজকের মতো সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ছিল না যে, সঠিক সংবাদটা আনতে কেউ চলে যাবে সেখানে। টেলিভিশনে ভেসে উঠবে সংবাদচিত্র আর হাসিমুখে মাইক হাতে একজন বলে যাবেন, নাদিরা মেহনাজ অর্থী, বাংলাদেশ টেলিভিশন, লিডিয়া, এশিয়া মাইনর অথবা চীন। সে সময় যোগাযোগব্যবস্থা ছিল অনুন্নত; অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। সে সময়ের ঘটনা জানতে হলে বা অন্য স্থানের সঙ্গে তুলনা করতে হলে অনেক গবেষণা করতে হয়। আবার তাতেও কখনো ফল পাওয়া যায় না। তবে এ কথা বলা যায়, চীন অথবা লিডিয়াতেই প্রথম ধাতুর মুদ্রা আবিষ্কার করা হয়। সময়টা খ্রিস্টের জন্মেরও হাজার বছর আগে।

লিডিয়াতে কী হয়েছিল ?

লিডিয়া ছিল একটি ছোট্ট দ্বীপদেশ। কিন্তু এখানকার মানুষেরা ছিল বেশ উন্নত। তারা সাগর পাড়ি দিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা করা শিখেছিল সে যুগেই। আর শিখবে নাই-বা কেন? এই ছোট্ট দ্বীপে তো আর চাষাবাদ করার তেমন জমি ছিল না। এই দ্বীপের মানুষেরা এক জায়গার জিনিস নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে অন্য জায়গা যেত এবং সেখানে কেনাবেচা করত। কিন্তু পণ্যবদলের এই ব্যবসায়ে তারা নানা অসুবিধা দেখতে পেল। যেমন- তারা যে পণ্য নিয়ে এসেছে, সেগুলো অনেকেই নিতে চায় না। ফলে এসব পণ্য দিয়ে তারা যা পেতে চায় তাও সম্ভব হয় না। আবার যে পণ্যটিকে তারা টাকা ভাবছেন সেটিও অন্য দেশের মানুষেরা নিতে চায় না। এখন উপায় কী? ব্যবসা ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলে তো না খেয়ে মরতে হবে। তাদের তো কৃষিকাজ করার উপায় নেই।

অগত্যা লিডিয়াবাসীরা একটা বুদ্ধি বের করল। তারা মূল্যবান ধাতু দিয়ে মুদ্রা বানিয়ে ফেলল, যা সব জনগোষ্ঠীর কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। এ মুদ্রাগুলো বানানো হলো ইলেকট্রাম নামক এক প্রকার ধাতু দিয়ে। লিডিয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া প্যাকটোলাস নদীতে এই মূল্যবান ধাতু পাওয়া যেত। বহু বছর ধরে সোনা আর রুপার গুঁড়ো মিশে মিশে সৃষ্টি হতো এই ইলেকট্রাম।

এখন তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে কেমন ছিল ইলেকট্রামের মুদ্রা ? বাংলাদেশের এক পয়সার মুদ্রার মতো ? পাঁচ টাকার মুদ্রার মতো? এতে কি রাজার ছবি ছিল ? নাকি কোনো সেতুর ছবি?

আসলে বর্তমান আধুনিক টাঁকশাল থেকে তৈরি হওয়া সুন্দর মুদ্রার সঙ্গে লিডিয়ার এই মুদ্রার কোনো মিল নেই। এগুলো গোল ছিল না, ছিল আঁকাবাঁকা, এবড়োথেবড়ো। একেকটি মুদ্রা দেখতে ছিল একেক রকম। ওজনও ছিল নানা রকম। কিছুদিন পর মুদ্রার এক পিঠে সিংহের ছবি আর অন্য পিঠে খাঁজকাটা দাগ দিয়ে বাজারে ছাড়া হয়। এসব মুদ্রার প্রতিটির ওজন সমান ছিল। অনুমান করা হয় যে, এই লিডীয় মুদ্রা খ্রিস্টপূর্ব সাত শতকে চালু হয়। আর হ্যাঁ, এই মুদ্রাগুলো কিন্তু বাজারে ছেড়েছিল সে দেশের ব্যবসায়ীরা।

লিডিয়ার প্রথম মুদ্রা চালু হবার সময় দেশের রাজা ছিলেন আর্ডিস। আর্ডিসের পর দেশের রাজা হন তার ছেলে সার্ডিয়াট্রিস এবং তারপর আলিয়াট্রিস। তারও পরে আলিয়াট্রিসের ছেলে ক্রোসাস দেশের রাজা হয়ে ইলেকট্রামের এই মুদ্রা বদলে ফেলেন। তিনি চালু করেন খাঁটি সোনা ও রুপা দিয়ে বানানো মুদ্রা। ক্রোসাসের চালু করা এই সোনার মুদ্রাই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো স্বর্ণমুদ্রা। এসব মুদ্রার এক পিঠে সিংহ ও ষাঁড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার ছবি ছিল। আর অন্য পিঠে ছিল ছোট-বড় দুটো চারকোণা দাগ। সে সময় দশটি রুপার মুদ্রা দিয়ে একটি সোনার মুদ্রা পাওয়া যেত।

ক্রোসাস রাজা থাকার সময় পারস্য দেশের রাজা সাইরাস লিডিয়া আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ক্রোসাস পরাজিত হন। এরপর লিডিয়ার রাজা হলেন সাইরাস। তিনি রাজা হয়েই সোনা রুপার টাকা তৈরি বন্ধ করে দিলেন।

চীনদেশে মুদ্রা এলো কী করে ?

আগের দিনের মানুষ তার নিত্যব্যবহার্য নানা জিনিসের মতো করেই মুদ্রা বানাতে পছন্দ করত। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে চীনদেশে এমনি এক ধরনের মুদ্রা চালু হয়। চীনদেশ তখন পুরোপুরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তারা জমিতে চাষাবাদ করত কোদাল দিয়ে। তখন লাঙল বা ট্রাক্টর আবিষ্কৃত হয়নি। তাই মানুষ কোদাল দিয়ে জমি কুপিয়ে শস্যবীজ বুনে দিত। একে কোদালচাষ বা বাগানচাষ বলা হতো।

কোদাল চীনবাসীর জন্য ছিল খুবই প্রয়োজনীয় একটি হাতিয়ার। তাই কোদাল ছিল তাদের অত্যন্ত প্রিয়। হয়তো সে জন্যই প্রথম মুদ্রা বানানো হলো কোদালের আদলে। ব্রোঞ্জ ধাতু দিয়ে তৈরি কোদালের মতো এই মুদ্রাটি ছিল ছয় ইঞ্চি লম্বা আর তিন বা চার ইঞ্চি চওড়া। প্রথমে এ ধরনের মুদ্রার হাতলে ছিদ্র বা ফুটো ছিল। এ ধরনের ফুটো থাকার সুবিধা অনেক। মুদ্রার ফুটোতে সুতা ঢুকিয়ে অনেকগুলো মুদ্রা ঝুলিয়ে নেওয়া যেত। আবার সুতা দিয়ে মুদ্রাগুলোকে কোমরে ঝুলিয়ে রাখা যেত।

প্রথম প্রথম কোদালমুদ্রায় কোনোরূপ লেখা থাকত না। তবে একেবারে জমিতে কাজ করার কোদালের মতো ছিল না এ মুদ্রা। এর এক পাশে তিনটি রেখা থাকত। অবশ্য আরও পরে কোদালমুদ্রায় বিচিত্র সব চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়। একসময় কোদালমুদ্রার ফুটোও বাদ দেওয়া হয়।
কোদালমুদ্রা বা কোদালটাকার পর চীনদেশে চালু হয় পু-টাকা। এ ধরনের টাকা দেখতে অনেকটা কোদালটাকার মতোই ছিল। পু-টাকার ওপর মুদ্রাটির ওজন লেখা থাকত। তা ছাড়া কোদালটাকার মতোই তিনটি রেখা থাকত এতে। এ ধরনের টাকা কোদালটাকার চেয়ে ছোট ছিল। এর হাতল কিছুটা বেশি চওড়া আর মাথা গোল বা কোণাওয়ালা। পু-টাকায় নানা রকম লেখাও দেখা যেত। কোদালটাকা আর পু-টাকা চালু হয়েছিল চীনদেশের উত্তরাঞ্চলে। পু-টাকা সে দেশে চালু ছিল খ্রিস্টপূর্ব সাত শতকে আর চালু ছিল চার শতক পর্যন্ত। খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকে চীনে গৃহযুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধকালে ছুরি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে টাকা হয়ে যায় ছুরির আকারের। ছুরিটাকা ছিল সাত ইঞ্চি লম্বা। পরে অবশ্য টাকার দৈর্ঘ্য কমে পাঁচ ইঞ্চি হয়ে যায়।
নামে ছুরিটাকা হলেও এর ফলা ছিল ভোঁতা। আর ছুরিটাকার গায়ে টাঁকশালের নাম লেখা থাকত। 'ক্যাশ' শব্দটির মানে হলো নগদ টাকা। এ শব্দটি এসেছে চীনদেশ থেকে। ছুরিটাকার পর চীনে আসে ক্যাশ টাকা। এ ধরনের টাকা ছিল গোলাকার। আর টাকার মাঝখানে ছিল চারকোণা একটি ফুটো। ওয়াং ম্যাং নামে এক রাজা চাবির মতো দেখতে আর এক ধরনের টাকা বাজারে ছেড়েছিলেন। চাবিটাকা ছিল সোনা দিয়ে বানানো এবং দাম ছিল এক হাজার টাকার সমান। এ জাতীয় টাকা প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা হতো, এর আকার গোল এবং মাঝখানে চারকোণা একটি ফুটো থাকত। এতে নানারকম লেখা খোদাই করা দেখা যেত। পরে তাং বংশের রাজা কাও শু চীনদেশে ব্রোঞ্জের মুদ্রা চালু করেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

এ বছরের বাংলাদেশ ব্যাংকের ঈদ-উল-ফিতরের ঈদ কার্ডটি নিশ্চয় দেখেছো। কার্ডটির চিত্রকর্মের শিল্পীকে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

মোহাম্মদ ফারহান হাসিন
স্কুল: মাস্টারমাইন্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা (ষষ্ঠ শ্রেণি)
পিতা: আবুল কালাম আজাদ, ডিডি, ডিওএস, প্র.কা.
শখ: ছবি আঁকা, গান শোনা, বই পড়া

প্রশ্ন ঃ আমি কি বাংলাদেশ ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন করতে পারব ?

– মৃত্তিকা বণিক
৬ষ্ঠ শ্রেণি, ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
পিতা: জয়ন্ত কুমার বণিক
(যুগ্ম পরিচালক, রংপুর অফিস)

সাধারণ মানুষের মনে কখনো কখনো প্রশ্ন জাগে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকে কি সাধারণ মানুষ অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন করতে পারে ? কেউ কেউ আবার মনে করে থাকেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংকে অনেকেরই ব্যাংক আমানত হিসাব (Account) রয়েছে। তারা আরো মনে করেন, হয়তো অনেক বড় লোকেরাই কেবল বাংলাদেশ ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন পরিচালনা করতে পারে।
সাধারণ মানুষের এ ধারণা একেবারেই অমূলক নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকও একটি ব্যাংক। তবে এটা কেমন ব্যাংক, এর সার্বিক কার্যক্রম এবং পরিধি ইত্যাদি বিষয়ে সব মানুষের ধারণা সমান নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজার তথা সার্বিক ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধানকারী (Regulatory & supervisory) প্রতিষ্ঠান।
সার্বিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগী (Supportive) প্রতিষ্ঠান হিসেবেও ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ব্যাংকার হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার ও ব্যাংকসমূহের ব্যাংক। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার এবং ব্যাংকসমূহের নামে হিসাব (Account) খুলে ঐ সব হিসাবের মাধ্যমে সরকার ও ব্যাংকসমূহকে লেনদেন করতে দেয়। সরকারের ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের অনুকূলে প্রদেয় সকল জমা গ্রহণ (Govt. Revenue Collection) এবং সরকার প্রদত্ত সকল দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এর মাধ্যমে (বর্তমানে ১১০টি হিসাবের মধ্যে) সরকারের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।
অন্যদিকে ব্যাংকসমূহকে তাদের মোট দায়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (বর্তমানে ৬% হারে) নগদ জমা হিসেবে (CRR) বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে কাজ করে বিধায় এক ব্যাংকের ওপর অন্য ব্যাংকের দেনা পাওনা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হয়। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সব তফসিলি ব্যাংকের হিসাব পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে।
ব্যাংকসমূহ ট্রেজারি বিল, বন্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক বিল, রেপো, রিভার্স রেপো (মুদ্রা নীতির হাতিয়ার) নিলামে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ব্যংকসমূহের হিসাব না থাকলে এসব লেনদেনও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হতোনা।
ব্যাংকসমূহ জনগণের নিকট হতে আমানত গ্রহণ এবং জনগণকে বিনিয়োগের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুদ্রা বাজারের মধ্যস্থতাকারী (Financial Intermediary) হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষ যাদের উদ্বৃত্ত আয় (Surplus income) রয়েছে তারা তাদের জমানো অর্থ ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে জমা রাখে, আবার যারা উদ্যোক্তা (Entrepreneur) তারা বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে হিসাব পরিচালনা করে থাকে। সুতরাং বাংলাদেশ ব্যাংক কেবলমাত্র সরকার, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা/মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংকগুলোর নামে হিসাব খোলে এবং এ হিসাব পরিচালনার সুযোগ দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্য কারো নামে হিসাব খোলার কোনো সুযোগ নাই।
ছোট বন্ধু আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে আমরা তোমার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কোনো হিসাব (Account) খুলতে পারছিনা।
অন্যদের মত তোমাকেও যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

উত্তর দিয়েছেন– মোঃ আবদুর রহিম
মহাব্যবস্থাপক, মতিঝিল অফিস

ছোট্ট বন্ধুরা! বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও অর্থনীতির যে কোনো বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন পাঠাতে পার এই ঠিকানায়– মহাব্যবস্থাপক, ডিসিপি, প্র.কা. অথবা ই-মেইল bank.parikroma@bb.org.bd

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ

সদস্যদের কল্যাণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান

সমিতির সম্পাদক মোঃ রজব আলী

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত একটি অনন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান। মাত্র ২৫ জন সদস্য ও ৭৫ টাকা পুঁজি নিয়ে ২৫ অক্টোবর ১৯৪৮ সালে একটি রেজিস্টার্ড সমিতি হিসাবে এটি আত্মপ্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন দূরদর্শী কর্মকর্তা মরহুম আলাউদ্দিন আহম্মেদ তার কয়েকজন উৎসাহী সহকর্মী নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মহান ব্রত সামনে রেখে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর তিনি ও তার সহযোগীদের নেতৃত্বে সমিতি একটি শক্তিশালী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে থাকে। তাদের বিদায়ের পর আর্থিক উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা নিরবচ্ছিন্ন থাকেনি। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭২-৭৪ সময়ে সমিতিতে প্রথম আর্থিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিষদের অদূরদর্শীতার কারণে সমিতি তীব্র তারল্য সংকটে নিপতিত হয় এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ১৯৭৪ সালের ১০ আগস্ট সমবায় জগতের অন্যতম প্রবাদপুরুষ এ.কে.এম. নজরুল হক এ সমিতির দায়িত্ব নেন। তিনি ও তার সহযোগীবৃন্দ মফিজুল ইসলাম মিয়া, আব্দুল লতিফ মিয়া, মুহাম্মদ মহসীন, কাজী শরফুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ প্রথিতযশা সমবায়ী ব্যক্তিত্বের গতিশীল নেতৃত্বে সমিতি পুনরায় উন্নয়নের ধারায় ফিরে আসে। এসময় অসংখ্য কল্যাণমূলক স্কীম প্রবর্তন ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির ফলে সমিতিতে আক্ষরিক অর্থেই স্বর্ণযুগের সূচনা হয় এবং সমিতির সুনাম ব্যাংক চত্বরের বাইরে জাতীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯২ সালে এ সমিতিকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। পরবর্তীতে মোঃ মনসুর রহমান ও ফজলুল হক ২০০৩ সাল পর্যন্ত সমিতির উন্নয়নের ধারা বজায় রাখেন। ২০০৩-০৬ মেয়াদে পুনরায় সমিতি হোঁচট খায় এবং সে সময় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে সমিতির এফডিআর এর বিপরীতে অর্জিত বিপুল পরিমাণ মুনাফা আটকা পড়ে এবং যথাযথ তদারকির অভাবে সদরঘাট ক্যাশ বুথে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপ হয়ে যায়। সমিতির আর্থিক বুনিয়াদ দুর্বল হতে থাকে। ২০০৬ সালে ড. আবুল কালাম আজাদ ও গাজী সাইফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের পর সমিতিতে আবারো উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে। এ সময়ে ডিজিটাল যুগের সূচনা হয়। তারা অসংখ্য নতুন স্কীম ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং ঢাকার শান্তিবাগে ১৪০ ফ্ল্যাটবিশিষ্ট একটি বৃহৎ গৃহায়ন প্রকল্প চালু করেন। এ প্রেক্ষিতে তদানীন্তন সম্পাদক গাজী সাইফুর রহমানকে ২০০৮ সালে সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ সমিতি এদেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল নাম। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩,৯৪১ জন এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৫৫ কোটি টাকা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ কোটি টাকা। সমিতিতে সদস্য ও অসদস্য মিলিয়ে মোট সাড়ে নয় হাজার সক্রিয় হিসাব বিদ্যমান। এর বিপরীতে দৈনিক গড়ে ওভার দি কাউন্টার লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা। সমিতির ক্যাশ, সেভিংস এবং লোনস অ্যান্ড ফান্ডস শাখা বর্তমানে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড। অডিট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শাখার কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়াধীন। সমিতির মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৫২ জন। বর্তমানে ক্যাশ কাউন্টারসহ পুরো সমিতির কার্যক্রম সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় মনিটর করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সমিতি সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন সংক্রান্ত মৌলিক মানবিক সকল প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও স্কীম পরিচালনা করে আসছে। এর কয়েকটি নিম্নরূপ -

১। ***বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ঃ*** সমিতির সদস্যদের নিকট হতে প্রতিমাসে ৪৫০ টাকা হারে চাঁদা কর্তন করে ৪টি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় খাতে জমা করা হয়। খাতগুলো হলো ক) পারমানেন্ট ডিপোজিট, খ)রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট ফান্ড, গ) ডেথ বেনিফিট ফান্ড ও ঘ) মেম্বার্স প্রভিডেন্ট ফান্ড। সদস্যগণ চাকরি শেষে এসব ফান্ডের বিপরীতে সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে মুনাফা ও অনুদান লাভ করেন।

২। ***ঐচ্ছিক সঞ্চয় ঃ*** ঐচ্ছিক সঞ্চয় হিসেবে সমিতিতে ১, ৩, ৬ মাস ও ১ বছর মেয়াদে মেয়াদি আমানত, ৩ মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক ৩ বছর মেয়াদি বিশেষ মেয়াদি আমানত, ৩, ৫ ও ৮ বছর মেয়াদি মাসিক শিক্ষা আমানত এবং মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় আমানত হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে। সকল মুনাফা করমুক্ত।

(৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।